আনন্দ-বিলাস

কাঞ্চন নগরপতি নৃপ সত্যধৃতি।
সুশীল সুধীর শান্ত সুমতি সুরীতি ॥
বুদ্ধি বারি জলধি জিনিয়ে সুগভীর।
প্রচণ্ড প্রতাপ তাঁর যেমন মিহির ॥
অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁর কে করে গণন।
স্বদেশ সর্ব্বজ্ঞ বিজ্ঞ বড়ই সুজন ॥
প্রজাগণ সুখী মন নৃপের কৃপায়।
পুত্রসম করি জ্ঞান পালেন সবায় ॥
পরম দয়ালু রাজা কল্পতরু প্রায়।
শরণ প্রপন্ন জনে সর্ব্বদা সদয় ॥
দুষ্ট জনে সঙ্কুচিত ভূপের শাসনে।
শিষ্ট জনে মিষ্টালাপে তোষেন যতনে ॥
প্রজার পীড়ার শান্তি হেতু বৈদ্য কত।
বিদ্যালয় স্থাপিত আছয়ে কত শত ॥

দুঃখ করিতে মোচন।
কত সদাব্রতের স্থাপন॥
পদাতিক কে করে গণন।
যার প্রতাপে শীর্ণকায় বৈরীগণ॥
নগরের শোভা যত কে করে বর্ণন।
না দেখি না শুনি যেন ইন্দ্রের ভবন॥
স্থানে স্থানে শোভে কত কুসুম উদ্যান।
ফুলে ফুলে মধুকরে মধু করে পান॥
দুই ভার্য্যা নৃপতির ভুবনমোহিনী।
হাব ভাব কটাক্ষেতে কামের কামিনী॥
প্রথম প্রেয়সী পক্ষে পুত্র দুই জন।
সর্ব্ব গুণান্বিত অতি সুদৃশ্য গঠন॥
পরে শুন কনিষ্ঠা পক্ষের বিবরণ।
যে গর্ভে জন্মিল পুত্র সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
জ্যেষ্ঠা হতে শ্রেষ্ঠা সেই অতি রূপবতী।
রূপে তার কাছে রতি হবে এক রতি॥
ভূপতির প্রাণাধিক প্রিয়তমা সতী।
সন্তান বিহীনে মাত্র মনে খেদ অতি॥
সর্ব্বক্ষণ রহে রামা ঈশ্বর সাধনে।
পুত্রের কামনা করে অতি শুদ্ধ মনে॥

এই রূপে নিত্য নিত্য করিতে সাধন।
হইল তাহার পরে গর্ভের লক্ষণ॥
শুনি নৃপমণি সুখী হইলেন তায়।
দাসীগণে আজ্ঞা দিল সতত সেবায়॥
তবে ক্রমে ক্রমে গর্ভ সম্পূর্ণ হইল।
চক্রবর্ত্তী লক্ষণের পুত্র প্রসবিল॥
কি আশ্চর্য্য সে সৌন্দর্য্য অতি অপরূপ।
সেবর্ণ দেখিয়া স্বর্ণ হইল বিরূপ॥
[illegible] রূপ হেরি চাঁদ পড়ি কাঁদে।
[illegible] গিয়ে রজ্জু দিয়ে দিবাকরে বাঁধে॥
রক্ত যথা পুষ্প জিনি হস্ত পদতল।
কমলের দল জিনি অতি সুকোমল॥
এরূপ হেরিয়ে রূপ সবে চমৎকার।
দূত গিয়ে ভূপতিরে দিল সমাচার॥

ত্রিপদী।

সুপুত্র জন্মিল শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
অন্তঃপুরে গিয়ে নিরখিল।
পাত্র মিত্র সভাজন, শুনি এই বিবরণ,
সকলেতে পুলকে পূরিল॥

নিরাশ্রয় অনাথেরে, সুদরিদ্র দ্বিজবরে,
আকাঙ্ক্ষা পূরিয়ে দিল ধন।
আপামর সাধারণে, তুষিলেন বহু ধনে,
সংখ্যা তার কে করে গণন॥
অমাত্যাদি ছিল যত, অনুচর শত শত,
ব্যক্তি বুঝি সবায় তুষিল।
নৃত্য গীত বাদ্যভাণ্ড, অপ্রকৃত অদ্ভুত কাণ্ড,
মহোৎসব হইতে লাগিল॥
পরে গ্রহ বিপ্রগণে, ডাকি নৃপ স্বসদনে,
কহেন যতেক বিবরণ।
জন্মিল আমার সুত, কিরূপ লক্ষণ যুত,
গণি তাহা কর নিরূপণ॥
কোন গ্রহ কোন স্থানে, ভবিষ্যত বর্ত্তমানে,
ফলাফল ফলাইবে কিবে।
কেবা রিষ্টি দৃষ্টি কার, নির্ণয় করিয়ে তার,
জন্ম পত্রী প্রকাশ করিবে॥
আজ্ঞা পেয়ে বুধগণ, নিজ নিজ নিকেতন,
গিয়ে বসে পঞ্জিকা লইয়ে।
গণনায় হয়ে মগ্ন, স্থির করি জন্ম লগ্ন,
ফলাফল দেখেন ভাবিয়ে॥

গ্রহ উপগ্রহ চয়, শুভকারী সমুদয়,
কেহ নয় তার বিপরীত।
সন্তোষ হইয়ে তবে, জন্ম পত্রী লিখি সবে,
নৃপের নিকটে উপনীত॥
একে একে বুধগণ, জন্ম পত্রী বিবরণ,
গণনায় যাহা হয়েছিল।
মাস বষ দিবা কাল, স্থূল সূক্ষ্ম দণ্ড পল,
প্রকাশিয়ে কহিতে লাগিল॥
কোন গ্রহ রুষ্ট নয়, তুষ্ট দেখি সমুদয়,
শুন রায় কুমারের গুণ;
সৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রম, অসাধ্য সাধনে ক্ষম,
সর্ব্ব শাস্ত্রে হইবে নিপুণ॥
সপ্ত দ্বীপে হয়ে রাজা, পাবেন সবার পূজা,
ইথে কিছু নাহিক সংশয়।
হইল সুতের নাম, সুরসেন গুণধাম,
নিশ্চয় জানিবে মহাশয়॥
শুনি পুলকিত চিতে, সন্তোষের বারিধিতে,
ভাষিতে ভাষিতে সযতনে।
বহু ধন আনি তূর্ণ, মনোরথ করি পূর্ণ,
বিদায় করিল বুধগণে॥

তদন্তর নৃপপুত্র, পেলেন বৃদ্ধির সূত্র,
জিনি সিতপক্ষ শশধর।
পক্ষে পক্ষে মাস গত, সময় সম্বরি কত,
গত হইল চতুর্থ বৎসর॥
পঞ্চ বর্ষ হল যবে, দিব্য শিক্ষা হেতু তবে,
শিক্ষকে করিল নিয়োজন।
তাহাতে নরেন্দ্র সুত, সর্ব্বগুণে গুণযুত,
শ্রুত মাত্র করে অধ্যয়ন॥
ব্যাকরণ আদি যত, শিখে শাস্ত্র নানা মত,
সূক্ষ্মবুদ্ধি শ্রুতিধর অতি।
ধনুর্ব্বেদ রাজনীতি, কাব্য অলঙ্কার স্মৃতি,
উপাখ্যান পাঠে হর্ষ মতি॥
নৃপসুত এই মতে, পঞ্চদশ বর্ষ গতে,
সর্ব্ব শাস্ত্রে হইল পণ্ডিত।
বিশেষত মৃগয়ায়, বাণব্যর্থ নাহি যায়,
দ্বিজ বলে এইত উচিত॥

কুমারগণের নানা মত ক্রীড়া ও নৃপতির স্বপুত্র সহ মৃগয়া।

তবে রাজপুত্রগণ মন অভিলাষে।
রহে বন্ধুবর্গ সহ হাস্য পরিহাসে॥
কখন বেড়ান অশ্ব গজ আরোহণে।
নদীতে ভ্রমেন কভু তরণী বাহনে॥
বিশেষ সাহসী বড় সূরসেন রায়।
সবাকারে লয়ে কভু কাননে বেড়ায়॥
শীকার করিয়ে তথা মৃগ অগণন।
প্রত্যাগত হন পুনঃ আপন ভবন॥
এই রূপ নিত্য নিত্য নানা ক্রীড়া করে।
আশ্চর্য্য ব্যাপার এক শুন তার পরে॥
এক দিন ভূপতি করিলা ইচ্ছা মনে।
স্বপুত্র সহিত যাব মৃগয়া কারণে॥
এত ভাবি পুত্রগণে ডাকি নররায়।
প্রকাশেন আপনার মন অভিপ্রায়॥
শুনি তুষ্ট পুত্রগণ আহ্লাদে সায় দিয়ে।
নিজ নিজ সাজে সবে আইল সাজিয়ে॥

তবে সৈন্যাধ্যক্ষে ডাকি ভূপ আজ্ঞা দিলা।
সসৈন্যে সাজিয়ে সবে প্রস্তুত হইলা॥
নিজ সাজ করি রাজা পাত্র মিত্র সনে।
বাহির হইয়ে চলে কানন ভ্রমণে॥
মাতঙ্গ তুরঙ্গ সৈন্য অসংখ্য সঙ্গেতে।
সঙ্গীন চড়ায়ে সবে চলিল রঙ্গেতে॥
রাজধানী ছাড়াইয়ে প্রবেশি কানন।
নানা স্থানে নানা শোভা হেরে অগণন॥
নানা জাতি বৃক্ষ তায় ফল ফুল ধরে।
কত মত পক্ষী বসি তাহে রব করে॥
কত চক্রবাক ডাকে বসি তরুপরে।
মন্দ মন্দ বায়ু বহে চিত্ত স্নিগ্ধ করে॥
পুষ্পের সৌরভে বন সব আমোদিত।
মধু পান করে অলি হয়ে হরষিত॥
এসব দেখিয়ে সবে পুলকিত মনে।
তথা হতে গেল এক দুর্গম কাননে॥
সে খানে ধনুকে শর করিয়ে যোজনা।
বহু পশু পক্ষী বধে কে করে গণনা॥
তার পরে কিছু দূরে গমন করিল।
দৈবাধীনে সেই স্থানে বিষম ঘটিল॥

হেরিল অপূর্ব্ব এক মৃগ সেই বনে।
নৃপাজ্ঞায় ঘেরে তায় যত সৈন্যগণে॥
প্রমাদে পড়িয়ে তবে কুরঙ্গ তখন।
ভূপের সম্মুখ দিয়ে করে পলায়ন॥
দেখিয়ে অমনি ভূপ হানিলেন শর।
না ভেদিল সেই অস্ত্র মৃগের অন্তর॥
তবে অতি ব্যগ্র মতি হয়ে নররায়।
কুরঙ্গের পাছে পাছে তুরঙ্গ ছুটায়॥
অশ্বোপরি ছিল নৃপ পুত্র সপ্ত জন।
সৈন্য সঙ্গ ছাড়ি সবে করিল গমন॥
তার পরে বহু দূর যাইতে যাইতে।
কোথা গেল মৃগবর না পান দেখিতে॥
দৈবাধীন কর্ম্ম যাহা কে করে খণ্ডন।
বন ভ্রমি শ্রমে হল অশ্বের নিধন॥
দেখি হেন অঘটন বলে একি দায়।
হায় হায় বুঝি কাল বিপাকে প্রাণ যায়॥
কালরূপী মৃগ মোরে ফেলিল সঙ্কটে।
তুরঙ্গ ত্যজিল প্রাণ আর বা কি ঘটে॥
এই মত চিন্তান্বিত হইয়ে অশেষ।
নৃপপুত্র সহিত চলিলেন নিজ দেশ॥

পথ শ্রমে মন্দ ভ্রমে দিগ্‌ভ্রম হইয়ে।
উঠিলেন রাজা এক গিরি পরে গিয়ে ॥
অতি সে সুরম্য স্থান শোভা চমৎকার।
সে শোভার তুল্য শোভা নাহি দেখি আর ॥
হরিষে ভ্রমিতে তথা নৃপ নৃপসুত।
হেরিল যতেক শোভা অশ্রুত অদ্ভুত ॥
কত মত ফলবান বৃক্ষ অগণন।
কার সাধ্য কেবা পারে করিতে বর্ণন ॥
আকরোট কিশমিশ বেদামা অঙ্গুর।
নিচু পিচ লেও আম্র কাঁঠাল খর্জ্জুর ॥
নারিকেল বেল তাল জাম আনারস।
নানা মত ফল কত ধরে নানা রস ॥
কোন স্থানে পুষ্পোদ্যানে পুষ্প নানা জাতি
অতসী গোলাপ চাঁপা যবা যুথী জাতি ॥
কামিনী রজনীগন্ধে গন্ধে আমোদিত।
গন্ধরাজ টগর দোপাটি শ্বেত পীত ॥
তথায় বিহরে পক্ষী না হয় গণনা।
হিরামন ফরিদাদি কোকিল ময়না ॥
মনোহর শুকবর বসি তরুপরে।
শারি সঙ্গে মনোরঙ্গে সুখে কেলি করে ॥

তার মধ্যে ছিল আর এক শুকবর।
সুচিত্র বিচিত্র চিত্র দেখিতে সুন্দর॥
কিবা তার চমৎকার চঞ্চুর গঠন।
সুবর্ণ সুবর্ণ সম অতি সুশোভন॥
গলা বেড়া যেন কত সুদীপ্ত প্রস্তরে।
জিনি প্রভাকর প্রভা প্রভা কলেবরে॥
হেরি নৃপপুত্রগণ সানন্দ হইয়ে।
দেখালেন ভূপতিরে অঙ্গুলি হেলিয়ে॥
মোহিত সবার আঁখি নিরখি বিহঙ্গ।
শুকে হেরে সুখ বাড়ে জুড়াইল অঙ্গ॥
বলে কভু নাহি দেখি হেন অপরূপ।
তুলনা কি দিব তার নাহিক স্বরূপ॥
স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিতে বুঝি বিধি।
নির্জ্জনে নির্ম্মল মনে নির্ম্মিল এ নিধি॥
এই রূপ অপরূপ হেরিয়ে রাজন।
মনো সুখে যান শুকে ধরিতে তখন॥
রাজার বুঝিয়ে ভাব শুক পক্ষীবর।
উড়িয়ে বসিল উচ্চ বৃক্ষের উপর॥
মেঘের অন্তরে যেন বিদ্যুৎ লুকায়।
অদৃশ্য হইয়ে পক্ষী রহিল তথায়॥

পরে ভূপ চতুষ্পার্শ্ব নিরীক্ষণ করে।
না হেরে পক্ষীরে হৈল কাতর অন্তরে॥
গরলে ব্যাপিত যেন ভুজঙ্গ দংশনে।
তেমতি হইল ভূপ বিহঙ্গ বিহনে॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল পক্ষী ধ্যান জ্ঞান।
তত্ত্ব করি ভ্রমে রায় হইয়ে অজ্ঞান॥
জাতীশ্বর শুকবর হইয়ে সদয়।
দৈববাণী সম বাণী বৃক্ষ হতে কয়॥
ধরিবে আমারে ভূপ কি তব শকতি।
অনায়াসে শূন্যে পারি করিবারে গতি॥
কেন মম গুণাগুণ না বুঝিয়ে রায়।
বালকের মত চাহ ধরিতে আমায়॥
দেখি পক্ষী জাতি বুঝি অবজ্ঞা তোমার।
আমি ধরা না দিলে ধরিতে সাধ্য কার॥
তথাপি তোমারে ধরা দিতে ধরাপতি।
আছে সাধ মনে কিন্তু না পারি সংপ্রতি॥
আছি যার কাছে ধরা অধর সে জন।
না হেরিলে হবে তার ধরায় পতন॥
সংপ্রতি আমার জন্যে চিন্তা না করিবে।
তত্ত্ব করাইলে মোরে পশ্চাতে পাইবে॥

যদি মোর একথায় না হয় প্রত্যয়।
প্রত্যয়ার্থ কহি যাহা শুন মহাশয়॥
পক্ষী কুলোদ্ভব আমি কিন্তু জাতীশ্বর।
জগতে নাহিক কিছু মম অগোচর॥
ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যতে যা হইবে।
নিশ্চিত বলিতে পারি নিশ্চিত জানিবে॥
এই মত বাক্য কত কহিয়ে রাজায়।
আশ্রয়ে গমন জন্য শূন্য পথে ধায়॥
হেরিয়ে পক্ষীর গতি হতাশ হইয়ে।
মনোদুঃখে অধোমুখে ভাবেন বসিয়ে॥
ভূপেরে ভাবিত দেখি ভূপতি নন্দন।
জোড় করে মৃদুস্বরে করে নিবেদন॥
কেন পিতঃ হইয়াছ বিরস বদন।
কি অভাবে এই ভাবে এত অন্য মন॥
চিন্তা পরিহরি গৃহে চলহ ত্বরায়।
শুক পক্ষী পক্ষী আমি দিব আপনায়॥
পুত্র বাণী নৃপমণি শুনি সমুদয়।
বলে সত্য আর ব্যর্থ ভাবনা যুক্তি নয়॥
ভাবিলে ভাবনা মাত্র ভাব না পাইব।
অনর্থক বনে কেন একাকী রহিব॥

দেশে গিয়ে মন্ত্রণা করিয়ে মন্ত্রি সনে।
পাঠাইব স্থানে স্থানে যত দূতগণে॥
তাহে যদি নাহি হয় কার্য্যের সাধন।
তখন জানিবে মম নিতান্ত মরণ॥
এত বলি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি নরপতি।
চলিলেন ধীরে ধীরে স্বপুত্র সংহতি॥
কিছু পথে সৈন্য সঙ্গে হইল মিলন।
সবে মিলি নিজ রাজ্যে করিল গমন॥
নিবাসে আসিয়ে ভূপ ভাবিত অন্তরে।
কি প্রকারে পক্ষিবরে পাইব সত্বরে॥
সভায় বসিয়ে রায় সকলে ডাকিল।
স্থানে স্থানে দূতগণে প্রেরণ করিল॥
নৃপাজ্ঞাতে যত দূতে চতুর্দ্দিকে ধায়।
নানা স্থানে ভ্রমে তবু সন্ধান না পায়॥
ভূপ এ সম্বাদ শুনি অস্থির হইয়ে।
থাকে বসি দিবা নিশি পক্ষের লাগিয়ে॥
পিতার ঔদাস্য ভাব হেরি পুত্রগণ।
পূর্ব্বমত সবে পুনঃ করে নিবেদন॥
অনুমতি হয় যদি আমা সবাকায়।
দেশ দেশান্তরে মোরা যাইব ত্বরায়॥

যেই দেশে পাব সেই পক্ষীর উদ্দেশ ।
চিন্তামণি চিন্তা করি যাব সেই দেশ ॥
এত শুনি নৃপমণি আনন্দিত অতি ।
পুত্রগণে হর্ষমনে দিল অনুমতি ॥
তদন্তরে দিন স্থির করিল রাজন ।
দ্বিজপদ ভাবি দ্বিজ করিল বর্ণন ॥

শুকপক্ষী অন্বেষণে কুমার-গণের যাত্রা ।

ভূপতির অনুমতি লয়ে পুত্রগণ ।
ডাকি যত ভৃত্যগণে কহেন তখন ॥
শুক অন্বেষণে যাব নৃপের আজ্ঞায় ।
পথের যতেক দ্রব্য আনহ ত্বরায় ॥
শুনি আনন্দিত হয়ে দাসগণ যত ।
আনিতে লাগিল দ্রব্য প্রয়োজন মত ॥
অশ্বাধ্যক্ষ জানিয়ে এতেক বিবরণ ।
সুসজ্জিত অশ্ব সপ্ত আনিল তখন ॥
পরে অস্ত্রাধ্যক্ষ অস্ত্র আনিয়ে ত্বরায় ।
থরে থরে তুলি দিল অশ্বের হাওদায় ॥

পথের সম্বল হেতু করি বহু যত্ন।
বহু মূল্য হয় যার লয় সেই রত্ন॥
নিজ নিজ সুসাজ করিয়ে সপ্ত জনে।
প্রণমিল গিয়ে পিতা মাতার চরণে॥
তদন্তরে অশ্বোপরে আরোহণ করি।
গমন করিল শুভক্ষণে যাত্রা করি॥
ছাড়াইয়ে রাজধানী আর নিজ দেশ।
অপর রাজ্যেতে সবে করিল প্রবেশ॥
নদ নদী বহু তীর্থ করিয়ে ভ্রমণ।
পরে প্রবেশিল এক গহন কানন॥
দেখিল তথায় সিংহ ব্যাঘ্র অগণন।
ভয়ঙ্কর রবে সবে করয়ে গর্জ্জন॥
শুনি সব ঘোর রব ভীত হয়ে মনে।
কোথায় আশ্রয় পাব ভাবে সাত জনে॥
হেন কালে পুষ্পোদ্যান দেখিবারে পায়।
ফলবান বহু বৃক্ষ আছয়ে তথায়॥
হইবে আশ্রয় এই করিয়ে মনন।
মনোসুখে চলে রাজপুত্র সাত জন॥
যাইয়ে দেখিল এক তেজস্বী সন্ন্যাসী।
নয়ন মুদিয়ে আছে যোগাসনে বসি॥

কুমার সকলে তবে হয়ে হরষিত।
অতিথি বলিয়ে তথা হল উপনীত॥
পাইয়ে সন্ন্যাসী তবে পথিক অতিথ।
সমাদরে সবাকারে বসায় ত্বরিত॥
ফল মূলাহারে পরে তুষিল সবায়।
শ্রান্তি দূর হয়ে নিশি বঞ্চিল তথায়॥
দেখিতে দেখিতে নিশি হল অবসান।
উঠিল প্রভাতে সবে স্মরি ভগবান॥
তপন উদয় দেখি রাজপুত্রগণ।
সন্ন্যাসীরে প্রণমিয়ে করিল গমন॥
নানা বাক্য আলাপনে সপ্ত সহোদরে।
চলে সবে এক ভাবে কানন ভিতরে॥

কুমার সকলের কাননে ভয় প্রাপ্তি।

অনন্তর সাত জন, এড়াইয়ে সে কানন,
প্রবেশ করিল অন্য বনে।
ভাবি সেই প্রয়োজন, চিন্তা করে সর্ব্বক্ষণ,
বিষম বিষাদ ভাবি মনে॥

কোথা আছে কোথা যাব, কোথায় সে ধন পাব,
কেমনে বা হইবে মিলন।
অন্য চিন্তা নাহি আর, দিবা নিশি অনিবার,
গুরুরবে চিন্তে সপ্ত জন॥
পরে চিন্তা পরিহরি, চিন্তামণি চিন্তা করি,
শীঘ্র গতি গমন করিল।
তথা হেরি ঘোর বন, ভয়ে ভীত সাত জন,
সরস্পর ভাবিত হইল॥
উচ্চ বৃক্ষ নানা জাতি, সমভাব দিবা রাতি,
সূর্য্য রশ্মি না পায় দেখিতে।
তাহে পক্ষিগণ সব, করে ভয়ঙ্কর রব,
শুনি ভয়ে না পারে চলিতে॥
সচিন্তিত হয়ে পরে, উঠে উচ্চ বৃক্ষোপরে,
দেখে সূর্য্য চলে অস্তাচলে।
দেখিতে দেখিতে নিশি, উপনীত হল আসি,
দেখে কত ফণিমণি জ্বলে॥
শঙ্কিত হইয়ে পরে, মুখে নাহি বাক্য সরে,
হেরে সবে সর্পের মূরতি।
অতিশয় ভয়ঙ্কর, গর্জ্জে যেন জলধর,
নিশ্বাসেতে পবনের গতি॥

কীট পশু পক্ষী ভক্ষে, এসব দেখিয়ে চক্ষে,
বলে রক্ষে কর নারায়ণ।
নিজ গুণে কৃপা করি, ত্রাণ কর সবে হরি,
নাম তব পতিতপাবন॥
এইরূপে অর্দ্ধনিশি, গত হল বৃক্ষে বসি,
অহি সব গেল নিজ স্থানে।
সুরসেন কহে তবে, মম বাক্য শুন সবে,
সুখে নিদ্রা যাও ছয় জনে॥
চিন্তা না করিহ মনে, আমি রব জাগরণে,
যে হয় সে হইবে আমার।
এতেক শুনি বচন, বৃক্ষেতে করি শয়ন,
নিদ্রা গেল ছয় গুণাগার॥
হেন মতে নিশি গেল, ভানু আসি প্রকাশিল,
বৃক্ষ হতে নামে সাত জন।
আরোহিয়ে অশ্বোপরি, চলে সবে ত্বরা করি,
পশ্চাৎ করিয়ে সে কানন॥
হেন মতে কত বন, ছাড়ি রাজ পুত্রগণ,
ইলাবর্ত্ত দেশে উপনীত।
মরি কি দেশের শোভা, দেবতার মনোলোভা,
গৃহ দ্বার পাষাণে রচিত॥

হেরিয়ে আশ্চর্য্য যত, মনে হয়ে হর্ষযুত,
দেখে সবে নগর ভ্রমিয়ে।
সকলি উত্তম গেহ, মানব নাহিক কেহ,
কিছু স্থির না পায় ভাবিয়ে॥
অপরূপ দেখি হেন, কহিতেছে সপ্ত জন,
কি আশ্চর্য্য বিধির সৃজন।
না দেখি না শুনি কাণে, জীব নাহি বাসস্থানে,
ভাবে মনে এ অাবার কেমন॥
তবে সপ্ত নৃপসুত, দেখি দেশ এবম্ভূত,
সচকিতে চলিল নগরে।
ভূপের আগার যথা, উপনীত হয়ে তথা,
প্রবেশিল পুরীর ভিতরে॥
চারি দিকে যত হেরে, কে তাহা বর্ণিতে পারে,
মণি চুনি পরশ পাতর।
খাদ্য দ্রব্য নানা মত, দেখিতেছে অপ্রমিত,
কিন্তু কোথা নাহি দেখে নর॥
পরে সপ্ত সহোদরে, মনে মনে চিন্তা করে,
তার পর পরস্পর কয়।
ভাগ্যে যাহা আছে হবে, তদন্ত জানিব সবে,
যক্ষ রক্ষ কাহার আলয়॥

শুনি দ্বিজ সযতনে, কহে রাজপুত্র গণে,
রবে সবে হয়ে সাবধান।
জানিলে এসমাচার, আসি দুষ্ট দুরাচার,
নিশাচর চরে লবে প্রাণ॥

সুরসেনের রাক্ষস বধ ও ভ্রাতৃগণের বিচ্ছেদ।

এত বলি সবে মেলি মন্ত্রণা করিয়ে।
তদন্ত জানিতে রহে অন্তর হইয়ে॥
গোপনীয় দ্বার এক দেখিতে পাইল।
রাজ পুত্রগণ সেই পথে প্রবেশিল॥
তথায় দেখিল এক রম্য সরোবর।
মনোহর পুষ্পোদ্যান তাহার উপর॥
যুতি জাতি মল্লিকা মালতী মনোহর।
চম্পক কদম্ব বক কিংসুক টগর॥
বেল সেফালিকা আদি গন্ধ মনোরম।
শ্বেত পীত জবা শোভে অতি অনুপম॥
অশোক অপরাজিতা চম্পক বকুল।
যার গন্ধে মকরন্দে ধায় অলিকুল॥

চন্দ্রমণি সূর্য্যমণি দেখিতে সুন্দর।
কাঞ্চন অঞ্চন দোলে বৃক্ষের উপর॥
সাল তাল তমাল হিন্তাল গাম্ভারী।
আম্র জাম খর্জ্জুর পলাস সারি সারি॥
ইত্যাদি অনেক বৃক্ষ কে করে বর্ণন।
পক্ষিগণ গান করে তাহে অনুক্ষণ॥
দেখিয়ে হইল সুখী সরোবর জল।
নানা বর্ণে স্থানে স্থানে প্রফুল্ল কমল॥
মুহু মুহু কুহু কুহু ডাকে পিকগণ।
মন্দ মন্দ গন্ধবহে বহে অনুক্ষণ॥
বার মাস বাস তথা করে রতিপতি।
কান্তা সঙ্গে মনোরঙ্গে সুখে করে রতি॥
সেই উদ্যানের মধ্যে বাঁধি অশ্বগণ।
পুরীর ভিতরে সবে করিল গমন॥
হেন কালে দিবাকর চলে অস্তাচলে।
সে রজনী সেই স্থলে রহিল সকলে॥
প্রভাতে উঠিয়ে সবে করিল যুকতি।
এই স্থানে কিছু দিন করিব বসতি॥
নিজ কার্য্যে বহু রাজ্যে করিয়ে ভ্রমণ।
কোন স্থানে নাহি হেরি নগর এমন॥

এক জন থাকি হেথা করহ রন্ধন।
নগর ভ্রমিব মোরা ভাই ছয় জন॥
তবে সভাকার মত একই হইল।
কে রহিবে বলি পরস্পর জিজ্ঞাসিল॥
পরে ছয় কুমারের কনিষ্ঠ যে জন।
বলে রহিলাম আমি করিতে রন্ধন॥
শুনি তুষ্ট হয়ে ছয় রাজার নন্দন।
অশ্বারোহী নগরেতে করিল গমন॥
স্নানাদি করিয়ে হেথা কনিষ্ঠ নন্দন।
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় করে আয়োজন॥
রন্ধন প্রস্তুত করি অতি কুতূহলে।
হস্ত পদ ধৌত করিবারে যায় জলে॥
সরোবর তীরে যেই করিল গমন।
শুন এক চমৎকার দৈবের ঘটন॥
বিকট আকার এক রাক্ষসী আইল।
নিশ্বাসেতে ঝড় বৃষ্টি হইতে লাগিল॥
জল শূন্য হ্রদ জিনি উদর তাহার।
লাঙ্গল ঈষার ন্যায় দন্ত উহার॥
সরোবর ঘাট হইতে রাজার কুমার।
দেখিল তাহারে রূপ বিকট আকার॥

গোপনীয় স্থান এক আছিল তথায়।
ভয়ে নৃপপুত্র গিয়ে প্রবেশিল তায়॥
দৃষ্টি করি চতুর্দ্দিকে রাক্ষসী তখন।
দেখে কত নানামত দ্রব্য আয়োজন॥
রাক্ষসী ভাবিছে মনে ইকি অসম্ভব।
খাদ্য দ্রব্য দেখি কেন না দেখি মানব॥
এত ভাবি গৃহদ্বার সব অন্বেষিল।
কোন স্থানে কিছুই সন্ধান না মিলিল॥
বলে আজি বিধি বুঝি হল কৃপান্বিত।
সেই হেতু খাদ্য দ্রব্য মেলে অপ্রমিত॥
এত বলি সমুদয় করিয়ে ভোজন।
করিলেক স্বস্থানে প্রস্থান সেইক্ষণ॥
তবে কিছু ক্ষণ পরে নির্জ্জন হইতে।
আইল নৃপের পুত্র আবার পুরীতে॥
দেখিল রাক্ষসী খাদ্য করেছে আহার।
সামান্য রূপেতে পাক করে পুনর্ব্বার॥
ইতোমধ্যে এল তথা ছয় সহোদর।
আহার করিতে বসে হরিষ অন্তর॥
না হইল তৃপ্তি কারে করিতে ভোজন।
অগ্রাহ্য করিল সবে তাহার রন্ধন॥

শুনি ক্ষুব্ধ হয়ে ধীর না কহিল কথা।
কিছুই না বলিলেন রাক্ষসী বারতা॥
পরে এরূপেতে অন্যে করিল রন্ধন।
পূর্ব্ব মত রাক্ষসী তা করিল ভোজন॥
কেহ কারে রাক্ষসী বৃত্তান্ত না বলিল।
ক্রমে ছয় সহোদরে সন্ধান পাইল॥
এই মতে ছয় দিন হইল তথায়।
সপ্তম দিবসে রহে সুরসেন রায়॥
আর সবে গেল পরে ভ্রমিতে নগরে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কথা শুন তার পরে॥
স্নানাদি করিয়ে পাক করে মনোমত।
বহু বিধ রস তার নাম কব কত॥
তদন্তরে সরোবরে রাজার নন্দন।
হস্ত পদ ধৌত হেতু করিল গমন॥
পুনর্ব্বার পুরীমাজে আসি নৃপসুত।
বেড়ান অঙ্গন মধ্যে হয়ে হর্ষ যুত॥
তদন্তর নিশাচরী আসি উত্তরিল।
হেরে কুমারেরে বড় সন্তুষ্ট হইল॥
বলে আজি সুপ্রভাত হইল আমার।
মনোসুখে নর মাংস করিব আহার॥

নিত্য নিত্য মোরে ভাণ্ডি থাক লুকাইয়ে।
আজি মোরে বিধাতা দিলেন মিলাইয়ে॥
এত বলি দ্রুত চলি যায় ধরিবারে।
কুমারের কিছু মাত্র ভয় নাহি তারে॥
বলে আজি সপ্ত দিন আছি বাস করি।
এক দিন দেখি নাই এমন সুন্দরী॥
এই জন্যে এ নগরে নাহি প্রাণী লেশ।
এদুষ্টা হইতে নষ্ট হয়েছে এদেশ॥
তার সমুচিত শাস্তি দিব এই ক্ষণে।
অচিরাৎ পাঠাইব শমন সদনে॥
এত বলি মহাবলী সুসজ্জ হইল।
নিশাচরী সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভিল॥
দম্ভে লম্ফে মহাবীর ধরি বাহু বলে।
সে নিশাচরীরে ধরি পাড়িল ভূতলে॥
তাহে রুষি সে রাক্ষসী কুমারে তখন।
ধরি করে ভূমিপরে করিল পতন॥
কখন কুমার হটে রাক্ষসী কখন।
ঘোর তর হয় রণ কে করে বর্ণন॥
কেহ কারে নাহি পারে দুজনে সোসর।
মাতঙ্গে মাতঙ্গে যেন পর্ব্বত উপর॥

এই রূপ মহা যুদ্ধ রাক্ষসী কুমারে।
বিস্তারিত সে সকল কে বর্ণিতে পারে॥
পরে ধীরে ধরি শির করে মুষ্ট্যাঘাত।
শব্দ করি নিশাচরী হইল নিপাত॥
হেরিয়ে হরিষ অতি হইয়ে কুমার।
হস্ত পদ ধৌত করি এল পুনর্ব্বার॥
হেথা ছয় ভ্রাতা শব্দ শুনিয়ে শ্রবণে।
সে নগরী পরিহরি ভয়ে গেল বনে॥
চলিল দক্ষিণ মুখে নৃপপুত্র গণ।
ভয় ত্রাসে নিশ্বাস হতাশ সহে মন॥
বলে সবে দুরদৃষ্ট হেতু কষ্ট কত।
রাজ্য ভ্রষ্ট ধন নষ্ট অনিষ্ট সতত॥
একি দায় প্রাণ যায় উপায় কি করি।
অকুল সাগরে ভাসি নাহি কুল তরি॥
এই মত রাজসুত গণ ভাবি পরে।
উপনীত হইলেন উদয় নগরে॥
তথা দেখে পুরী শোভা অতি মনোরম।
সুরাসুরে তিন পুরে নাহি তার সম॥
তদন্তরে ধীরে ধীরে প্রবেশে নগরে।
কে পারে বর্ণিতে যত অদ্ভুত ভিতরে॥

তার পরে ভ্রমিয়ে স্থানে স্থানে তাহার।
দেখিল অপূর্ব্ব এক পুরী চমৎকার॥
মনে ভাবে হবে এই রাজার ভবন।
দ্বারেতে দেখি যে ঘণ্টা অতি সুশোভন॥
এসব দেখিয়ে তবে সকল কুমার।
দ্বারপালগণে জিজ্ঞাসিল সমাচার॥
শুনি দ্বারিগণ কহে সবিশেষ তার।
সোম দত্ত নাম ভূপ এই পুরী তাঁর॥
ঘণ্টা যেই আছে তার শুন বিবরণ।
রাজ কন্যা সকলের বিবাহ কারণ॥
সপ্ত সহোদরা তারা শরদের শশী।
বিরূপ সে সব রূপে মেনকা উর্ব্বশী॥
ধরাতলে নাহি আর তাঁদের সমান।
স্থির সৌদামিনী প্রায় কয় অনুমান॥
সকলে সমান রূপ সমান আকার।
কিছু মাত্র ভেদ নাই অতি চমৎকার॥
বড় ছোট নির্ণয় করিবে যেই জন।
সে ছয় কুমারী তারে করিবে বরণ॥
হারিলে করিবে কারাবদ্ধ নৃপমণি।
এতে যাঁর ইচ্ছা হয় কর ঘণ্টা ধ্বনি॥

রাজপুত্রগণ শুনি এমন বৃত্তান্ত।
কন্যাগণ প্রেম আশে হইল একান্ত॥
সেই দ্বারে আসি ক্রমে ছয় সহোদরে।
করিল ঘণ্টার রব নবে পরস্পরে॥
ঘণ্টা রব শ্রবণে শুনিয়ে নররায়।
দূতেরে প্রেরণ কৈল আনিতে সবায়॥
দূতগণ দ্রুত গতি ভূপতি আজ্ঞায়।
উপনীত রাজপুত্র সকলে যথায়॥
তদন্তর ভৃত্যগণ করি সমাদর।
সবায় সভায় লয়ে করিল গোচর॥
সুবোধ নৃপতি অতি রাখিয়ে সম্মান।
সমাদরে সবাকারে করিল আহ্বান॥
পরিচয় লয়ে পরে আহ্লাদিত মনে।
বসাইল যত্ন করি রত্ন সিংহাসনে॥
খাদ্য দ্রব্য আনি পরে বিবিধ প্রকার।
রাজপুত্রগণে সুখে করান আহার॥
তার পরে সবাকারে কহে নররায়।
মম পণ বিবরণ শুন সমুদায়॥
একাকৃতি কন্যা মম আছে সপ্ত জন।
ছোট বড় চিনিলে পাইবে সেই জন॥

না পারিলে কারাবদ্ধ রাখিল তাহারে।
অনুমতি হয় যদি আনি সবাকারে॥
এত শুনি কহে ছয় রাজার কুমারে।
ছোট বড় চিনিব বিচিত্র কিবা তারে॥
একথা শুনিয়ে তুষ্ট হয়ে নৃপমণি।
দাসী প্রতি আজ্ঞাদিল আনিতে নন্দিনী॥
নানা আভরণ অঙ্গে করে ঝলমল।
চরণে নূপুর দিল নয়নে কজ্জল॥
গৌর অঙ্গে নানা রঙ্গে করি দিল শোভা।
দেখিতে সুন্দরী হল জগমনোলোভা।
সুবেশ করিয়ে কন্যাগণ সখীসনে॥
সভা মাঝে এল জিনি গজেন্দ্র গমনে।
দেখি রূপ অপরূপ ভ্রাতা ছয় জনে।
চিত্রের পুত্তলী প্রায় দেখে কন্যাগণে॥
চিনিতে অশক্ত হল জানিয়ে ভুপতি।
কারাবদ্ধ করিবারে দিল অনুমতি॥
আজ্ঞা পেয়ে ভৃত্যগণ লয়ে সবাকারে।
অন্য অন্য বন্দীসনে রাখে কারাগারে॥
কেন মতে রহে তথা রাজপুত্রগণ
পরে কুমারের কিছু শুন বিবরণ॥

রাক্ষসীরে করি বধ হরিষ অন্তরে।
স্নান করিবারে পুন গেল সরোবরে ॥
পুনর্ব্বার পুরী মাঝে আসি নৃপসুত।
খাদ্য দ্রব্য যত সব করিল প্রস্তুত ॥
দিবা অবসান হয় ভাবে মনে মনে।
কি হেতু এখন না আইল ভ্রাতৃগণে ॥
তদন্তর বহির্দ্বারে বাহির হইয়ে।
করিল অনেক তত্ত্ব নগর ভ্রমিয়ে ॥
হেন কালে দিবা অস্ত যামিনী আইল।
মনোদুঃখে পুনর্ব্বার গৃহে প্রবেশিল ॥
ভ্রাতাগণ বিচ্ছেদে কুমার ভাবে মনে।
আহার না হল তৃপ্ত রহিল শয়নে ॥
বহুমত বিলাপিয়ে করয়ে রোদন।
বলে কোথা মোরে ত্যজি গেলে ভ্রাতৃগণ ॥
ঈশ্বর নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম বুঝিয়ে তখন।
প্রবোধিল আপনি সে আপনার মন ॥
অনন্তর বিভাবরী প্রভাত হইল।
দুর্গা দুর্গা স্মরি রায় উঠিয়ে বসিল ॥
প্রাতঃকৃত্য যে কিছু করিল সমাধান।
তদন্তর চিন্তা করে এরূপ বিধান ॥

ক্ষুধায় কাতর আছি করিয়ে আহার।
যথা ইচ্ছা তথা যাব এই যুক্তি সার॥
দ্বিজ বলে ভাল যুক্তি রাজার নন্দন।
চিত্ত স্থির কর কার্য্য হইবে সাধন॥

কুমারের রূপবতী কন্যা দর্শনে আসক্তি।

তবে নৃপসুত, অতি চিন্তাযুত, তাহে ক্ষুধান্বিত,
অধোবদনে।
শোকে জরজর, হইয়ে অধর, ভাবে নিরন্তর,
আপন মনে॥
বিষম আঘাত, করে করাঘাত, গালে দিয়ে হাত,
বসিয়ে ভাবে।
চক্ষে বহে জল, অন্তরে অনল, হইল প্রবল;
ভ্রাতা অভাবে॥
অমূল্য রতন, ভাই ছয় জন, কোথায় গমন,
করিল হায়।
জানিয়াছি স্পষ্ট, অদৃষ্ট অনিষ্ট, তাই হেন কষ্ট,
বিষম দায়॥

এত ভাবি রায়, না দেখি উপায়, চলিল ত্বরায়,
সে সরোবরে।
দৈবের ঘটন, শুন বিবরণ, অমূল্য রতন,
দেখে সত্বরে।
এক সুবদনী, অনঙ্গ মোহিনী, কুরঙ্গ নয়নী,
তটেতে বসি।
করে ধনী স্নান, কি কব বাখান, যেন দীপ্তিমান,
উদয় শশী॥
ব্যাপি ত্রিভুবন, আছে যত জন, সদৃশ তেমন,
নাহি রমণী।
কিবা সে সুসভ্য, অতি নব্য ভব্য, নানা রস কাব্য,
জানে সে ধনী॥
গজেন্দ্র গামিনী, ভাষা সুধা জিনি, পিক শুনি ধ্বনি,
ধ্বনি পাসরে।
উরুর উপমা, নারি দিতে সীমা, রম্ভা তরু সমা,
কে বলে তারে॥
কিবা সেই বালা, লাজেতে চপলা, হইল চপলা,
নয়নে হেরি।
তার হৃদি মাঝে, কুচদ্বয় সাজে, অম্বুজ বিরাজে
গোপন করি॥

হেরি চন্দ্রানন, ভাবি যে তপন, অতি দুঃখী মন,
গগনোপরে।
নেত্র যুগ মীন, হেরিয়ে হরিণ, ভাবে নিশি দিন,
বন ভিতরে॥
দেখি ওষ্ঠাধর, বিম্ব দুঃখান্তর, হইয়ে অন্তর,
পলায় লাজে।
অতি দুঃখি মনে, নিন্দিয়ে আপনে, পশিল গোপনে
অরণ্য মাঝে॥
কিবা দন্ত যুতা, হেরিয়ে মুকুতা, রত্নাকর যথা,
তথা প্রবেশে।
রত্ন গেল যবে, তাহার প্রভাবে, রত্নাকর তবে,
নাম প্রকাশে॥
পদের বর্ণনা, কে করে বলনা, না পাই তুলনা,
তিন ভুবনে।
দেখিলে সে পদ, যায় হে বিপদ, কামের সম্পদ,
দেখি সে ধনে॥
নিষ্কণ্টকে তার, কণ্ঠে কণ্ঠ হার, অতি শোভাকার,
কুচ উপরে।
তার গাত্র গন্ধ, পাইয়ে আনন্দ, সদা করে দ্বন্দ্ব,
অলি চকোরে॥

দেখি সেই রূপ, কাম রসকূপ, সে নারীর স্বরূপ,
বিরূপ হল।
শারদের শশী, ভূতলেতে খসি, কিম্বা অংশ মিশি,
জনম নিল॥
তাসে রাজস্থত, হয়ে হরষিত, শোক হল গত,
কামের বশে।
ক্ষুধা গেল দূরে, প্রেম সুধা হেরে, চলে ধীরে ধীরে,
রমণী পাশে॥
শব্দ পেয়ে ধনী, মনে ভয় গণি, পশিল অমনি,
জীবন মাঝে।
জীবনে পশিয়ে, মুখ ফিরাইয়ে, সেরূপ হেরিয়ে,
পাইল লাজে॥
দেখিয়ে লাবণ্য, বলে ধন্য ধন্য, শূন্য করি শূন্য,
আইল শশী।
কিবা মুখ শোভা, মরি কিবা প্রভা, রতি মনোলোভা,
হবে সে দাসী॥
কামের কামান, করিয়ে সন্ধান, বধিবারে প্রাণ,
এজন এল।
এ শেল সন্ধানে, না বাঁচি বা প্রাণে, মরি মনাগুনে,
কি করি বল॥

মদন জ্বালায়, মরম গলায়, কিসে রাখা যায়,
একুল মান।
যদি এরে পাই, তবে সে জুড়াই, নতুবা হৃথাই,
এতার প্রাণ ॥
এরূপ দেখিয়ে, মনেতে ভাবিয়ে, ঈষদ্ হাসিয়ে,
কহিছে ধনী।
কে তুমি হেতায়, কহ রূপময়, নিজ পরিচয়,
বল হে শুনি ॥
দেব কি দানব, না হবে মানব, মনেতে সম্ভব,
হয় তোমারে।
কিবা মায়া করি, এলে এই পুরী, বল সত্য করি
তুমি আমারে ॥
কিবা তব নাম, কোথা তব ধাম, ওহে গুণধাম,
মিথ্যা না করে।
আমি হে অবলা, তাহে কুলবালা, মোরে করি ছল,
কি লাভ হবে ॥
দ্বিজ বলে শুন, কেন লো এমন, সন্দিগ্ধ মনন,
হইয়ে ভাব।
যে জন যেমন, মিলয়ে তেমন, বিধির ঘটন,
মিলন তব ॥

কুমার রূপবতী উভয়ের পরিচয়।

নরেশ নন্দন শুনি এতেক বচন।
মৃদু হাসি মিষ্ট ভাষি কহিছে তখন॥
শুন সুবদনি ধনি কিছু নাহি ভয়।
দেবতা দানব নহি শুন পরিচয়॥
জম্বুদ্বীপে বঙ্গরাজ্যে কাঞ্চন নগর।
শ্রেষ্ঠ তম অনুপম খ্যাত চরাচর॥
সত্যধৃতি নামে রাজা তথায় বসতি।
ধন ধান্য পরিপূর্ণ ধর্ম্মশীল অতি॥
গুণ জ্যেষ্ঠ রূপ শ্রেষ্ঠ সুদৃশ্য গঠন।
দুই ভার্য্যা নৃপতির সপ্তম নন্দন॥
কনিষ্ঠা পক্ষেতে সুত আমি রসবতি।
সুরসেন বলি নাম রাখিল ভূপতি॥
এক দিন মৃগয়ায় গিয়ে পিতৃ সনে।
আশ্চর্য্য হেরিয়ে আসি ভাই সাত জনে॥
সবারে পাঠান পিতা তার অন্বেষণে।
বহু স্থানে ভ্রমি পরে আসি এ ভবনে॥

ক্রমে ক্রমে নগরেতে করিয়ে ভ্রমণ।
প্রাণী মাত্র কোন স্থানে না পাই দর্শন॥
দেখিয়ে অদ্ভুত কাণ্ড না বুঝিয়ে অন্ত।
সপ্ত সহোদরে রহি জানিতে ভদন্ত॥
নিয়ম করিয়ে মোরা ফিরি ছয় জনে।
এক জন থাকে মাত্র রন্ধন কারণে॥
এইরূপে ছয় দিন অতীত হইল।
অবশেষে মোর পালা কালি হয়েছিল॥
আমায় রাখিয়ে তাঁরা ছয় সহোদরে।
অশ্বারূঢ়ে গেল সবে ভ্রমিতে নগরে॥
পরে আমি খাদ্য দ্রব্য করি আয়োজন।
হেন কালে শুন এক দৈবের ঘটন॥
এল এক নিশাচরী বেগে অতিশয়।
দীর্ঘাকার কলেবর দেখি ভয় হয়॥
মেঘের সদৃশ তার গভীর গর্জ্জন।
আইল আমারে পরে করিতে ভক্ষণ॥
তার পরে মোর সনে হল ঘোর রণ।
রণে পশি সে রাক্ষসী হইল পতন॥
তদন্তরে মোর সেই ভাই ছয় জন।
কোন স্থানে গেল তার না জানি কারণ॥

সেই হেতু চিন্তার্ণবে হইয়ে মগন।
স্নান হেতু আসি জলে হইয়ে বিমন॥
পরেতে তোমারে হেরে গেল সেই দুখ।
বিশেষ ব্যাকুল চিত্ত হেরে তব মুখ॥
বর্ণনা অতীত তব ও বিধু বয়ান।
কাননে কুরঙ্গী করে কটাক্ষে পয়ান॥
অন্তরে আমার আজি আনন্দ না ধরে।
মানস মনেতে মাত্র মিলন সম্বরে॥
কি নাম ধরহ তুমি বল সুরঙ্গিনি।
কোথায় বসতি তব কাহার নন্দিনি॥
কাহার হৃদয়ে মারি বিচ্ছেদের শূল।
এসেছ এখানে তুমি করিয়ে আকুল॥
দেবকন্যা হবে তুমি হেন লয় মনে।
মোরে হেরি জীবনে পশিলে কি কারণে॥
প্রাণী মাত্র নাহি হেতা শ্মশান যেমন।
নারী হয়ে এলে তুমি করিয়ে কেমন॥
বিস্তারিয়ে সে সকল কহ সুধামুখি।
শুনিলে তোমার বাক্য হই তবে সুখী॥
ধনী বলে শুন ওহে রাজার কুমার।
মম পরিচয় কথা কহিব বিস্তার॥

হেথা ইলাবর্ত্ত নামে ছিলেন রাজন।
ধন ধান্য পূর্ণ মান্য বিখ্যাত ভুবন॥
এক রাণী ছিল তাঁর নাম প্রভাবতী।
অতি সতী গুণবতী পতিপ্রিয়া অতি॥
তার গর্ভে জন্ম মম নাম রূপবতী।
বিধির বিধিতে হেন হইল দুর্গতি॥
যেই নিশাচরী তুমি করেছ সংহার।
সেই দুষ্টা হতে এই রাজ্য ছারখার॥
এদেশে বসতি করি ছিল যত জন।
জীব মাত্র ছিল যত করেছে ভক্ষণ॥
মোরে দণ্ডিবারে দুষ্টা যখন আইল।
জীবনে পশিয়ে মম জীবন রহিল॥
দেবীর কৃপায় পাই জীবনে আলয়।
ভয়যুক্ত হয়ে তথা বঞ্চি রসময়॥
তোমার কারণে নিত্য পূজি ত্রিলোচনী।
আজি তা সফল হল আইলে আপনি॥
নারীর জীবন বৃথা পতি নাহি যার।
অনঙ্গেতে অঙ্গ জ্বরে করিয়ে প্রহার॥
এইতো উদ্যান আর কোকিলের স্বরে।
অলির ঝঙ্কারে যেন শর হানে স্মরে॥

অবলা পাইয়ে একা বসন্তের সেনা।
একত্র হইয়ে বধে নাহি শুনে মানা॥
জলেতে নিবায় অগ্নি শাস্ত্রের লিখন।
জলে থেকে আরো জ্বলে একি অঘটন॥
বুঝিলাম অনল সে জলেতে নিবায়।
প্রেমানল মিলন বিহনে নাহি যায়॥
এত বলি নিকটেতে এল রূপরাশি।
নাগরের গলে দিতে পিরীতের ফাঁসি॥
রামারে দেখিয়ে নৃপ সুত হরষিত।
দোঁহে দোঁহাকার প্রেমে হইল বাধিত॥
কুমার পরমানন্দে কহে কন্যা প্রতি।
শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে আমার মিনতি॥
দহন হতেছে দেহ দুঃখ দাবানলে।
আজিতা শীতল কর তব প্রেম জলে॥
কি করি মনেতে মানা না মানে কিঞ্চিত।
এর চেষ্টা কর প্রিয়ে যে হয় উচিত॥
তদন্তর বিধুমুখী বিভোর হইয়ে।
বিশেষ ব্যাকুল হল মন্মথে মাতিয়ে॥
বুঝিল নাগর মম উপযুক্ত বটে।
দ্বিজ কহে সুজনে সুজন আসি ঘটে॥

রূপবতী কুমারে গান্ধর্ব্ব বিবাহ।

তবে নাগরের মন, কটাক্ষে করি হরণ,
লয়ে চলে রাজার ভবনে।
করেতে ধরিয়ে কর, করি বহু সমাদর,
বসায় রতন সিংহাসনে॥
তদন্তর উদ্যানেতে, গিয়ে অতি পুলকেতে,
নানা পুষ্প করে আহরণ।
গাঁথিল অপূর্ব্ব হার, তুলনা নাহিক তার,
মুগ্ধ হয় দেখিলে মদন॥
রসিকা রসিকে কত, সাজাইল মনোমত,
মনোরথ করিতে নির্ব্বাহ।
লজ্জা ভয় পরিহরি, নানা পরিহাস করি,
করিবারে গান্ধর্ব্ব বিবাহ॥
তদন্তর নৃপসুত, মনে হয়ে হর্ষযুত,
ভাবে কতক্ষণে হবে নিশি।
বিধি কি সদয় হবে, দিবাকর দূরে যাবে,
শীতল করিবে আসি শশী॥

ভাবিতে চিন্তিতে পরে, দিবাকর গেল দূরে,

নিশি আসি দিল দরশন।

সুধাকর নিজ স্থান, করিলেন দীপ্তিমান,

দেখি দোঁহে হরষিত মন॥

মনো সুখে ধনী পরে, পুষ্পমাল্য লয়ে করে,

নাগরের গলে পরাইল।

তাহে হয়ে হরষিত, রসিক রসে মোহিত,

আর এক মাল্য করে নিল॥

প্রিয়া গলে সমর্পিল, বদনে বদন দিল,

শিহরিয়ে উঠে রাজবালা।

চুম্বিতে বদন চাঁদ, মিলে গেল চাঁদে চাঁদ,

অন্তরে জ্বলিল কাম জ্বালা॥

মত্ত হল রসরাজ, সাধিতে আপন কাজ,

হইলেন চঞ্চল অন্তর।

হয়ে অতি ব্যগ্র মতি, যাচ্ঞা করেন রতি,

রসবতী কহে ক্ষমা কর॥

আছেতো যামিনী নাথ, কেন হেন অকস্মাৎ,

অঙ্গ তব স্মরের সহায়।

পরশে আমার প্রাণ, হয় এই অনুমান,

মরি বুঝি মদন জ্বালায়॥

একে সন্তাপেতে মরি, নাহি নিবারিতে পারি,
কত সব অবলা সরলা।
দ্বিজ বলে নাহি বাদ, সাধ সোঁহে মনোসাধ,
নিবারণ হবে সব জ্বালা॥

রতি ক্রিয়া।

তবে নৃপসুত, মদনে পীড়িত,
ধরিল কামিনী গলে।
হৃদয়ে লইয়ে, বদন চুম্বিয়ে,
বসন হরিল ছলে।
কুচ যুগ করে, ধরিতে শিহরে,
কহিছে করুণা বাণী।
না জানি রমণ, ওহে প্রাণ ধন,
ক্ষমহ নাগর মণি॥
উতলা হইয়ে, কলিকা দলিয়ে,
বল কি হইবে বঁধু।
ফুটিলে সে কলি, তবে আসি অলি,
পিয়ে সে ফুলের মধু॥
কেমন সাহসে, এনব বয়সে,
হানিবে কামের শর।

ওহে রসরায়, ধরি তব পায়,
আজি মোরে ক্ষমা কর ॥
শুনিয়ে নাগর, রসের সাগর,
কহিছে সুন্দরী প্রতি।
সহে না যাতনা, কি করি ললনা,
প্রিয়ে দান কর রতি ॥
ত্যজিলে সে ভয়, হইবে নির্ভয়,
ভাব হে কেন প্রলয়।
ত্যজি হৃদি বাস, পূর্ণ কর আশ,
ব্যাজ নাহি প্রাণে সয় ॥
এতেক বলিয়ে, সহসে ছলিয়ে,
কমলে পশিল অলি।
সহজে সহলে, তুলি নিল কোলে,
ধরিয়ে কমল কলি ॥
তবে রসবতী, কাজে দিল মতি,
সাজে দোঁহে রঙ্গরসে।
ফুটি প্রেমকলি, উঠিল উথলি,
কাম বন তাহে ভাসে ॥

সুরসেনের শুকপক্ষী অন্বেষণে গমনোদ্যোগ।

এই রূপে নাগর নাগরী দুই জন।
নিত্য নবরসে করে রজনী বঞ্চন॥
দোঁহাকার প্রেমরসে দুজনে মোহিত।
নানা মত করে কেলি হয়ে হৃষ্ট চিত॥
কিছু দিন পরে ব্যগ্র নরেশ নন্দন।
বলে শুন প্রাণপ্রিয়ে আমার বচন॥
তব প্রয়োজনে কিছু না আসি বিদেশ।
মম প্রয়োজন আর আছয়ে বিশেষ॥
এক দিন পিতৃ সহ যাইয়ে কাননে।
অপরূপ পক্ষী এক হেরি ভাতৃগণে॥
মনোহর শুকবর অপূর্ব্ব গঠন।
সুচিত্র বিচিত্র তার অঙ্গের শোভন॥
ধরিবারে ইচ্ছা তারে করিয়ে রাজন।
ধীরে ধীরে যান পরে তাহার সদন॥
দেখি শুক মনোদুখ দিয়ে সেইক্ষণ।
অন্বেষিলে পাবে বলি করিল গমন॥

শুনিয়ে এমন বাণী পক্ষীর বদনে।
চিন্তায় চিন্তিত ভূপ ভাবি মনে মনে॥
তাহাতে উদাসবেশ দেখিয়ে রাক্ষসে।
পক্ষীর উদ্দেশে আসি ভাই নাত জনে॥
পরে তারা সঙ্গী ছাড়া হয়ে কোথা গেল
আমার হৃদয়ে মারি বিরহের শেল॥
সে শোক হইল দূর তোমার মিলনে।
এক্ষণে সে খেদ প্রিয়ে বিহঙ্গ বিহনে॥
যখন এসেছি আমি তাহার সন্ধানে।
যথায় উদ্দেশ পাব যাব সেই স্থানে॥
ইহাতে যদ্যপি হয় পতন শরীর।
তবু না ভাবিব কষ্ট এই যুক্তি স্থির॥
যদি কিছু জান প্রিয়ে তাহার সন্ধান।
কহ দেখি বিধুমুখি মম বিদ্যমান॥
এত শুনি শিহরিয়ে কর্ণে দিয়ে হাত।
বলে একি নিদারুণ কথা প্রাণনাথ॥
জানি সে পক্ষীর কথা বড়ই দুষ্কর।
নহেতো তোমার সাধ্য পথ ভয়ঙ্কর॥
হিঙ্গলাটে শুভাঙ্গদ নামে নৃপমণি।
মনোরমা কন্যা তার নাম সুরঙ্গিণী॥

সৌদামিনী জিনি তার রূপের বাখান।
শুনি রূপ সুরাসুরে হয় হতজ্ঞান॥
শুনেছি দুষ্কর তার বিবাহের পণ।
বুঝিবে রসিক যারে করিবে বরণ॥
শুনি যত নৃপসুত হয়ে অভিলাষী।
গিয়ে না পাইয়ে তারে হয়েছে সন্ন্যাসী॥
তার কাছে আছে সেই শুক মনোহর।
কেমনে পাইবে তারে বল গুণাকর॥
যদি কোন মতে তথা দেখা পাও তার।
না হইবে কার্য্য সিদ্ধি পরিশ্রম সার॥
হেন কাজে কেন তথা যাবে ওহে প্রাণ।
আমার হৃদয়ে মারি বিচ্ছেদের বাণ॥
শুনি নৃপসুত কয় যাব তথাকারে।
ভাগ্যে যাহা আছে তাহা কে খণ্ডিতে পারে॥
তুমিতো অবলা বালা না জান কারণ।
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় আপনি নারায়ণ॥
অতএব প্রিয়ে মোরে কর হে বিদায়।
দ্বিজ বলে শীঘ্র চল বিলম্ব না সয়॥

সুরসেনের কাননে কালিকার সিদ্ধ মন্ত্র প্রাপ্তি।

তদন্তর নৃপসুত, ভাবি মনে নানা মত,
সাধে কামিনীর কর করে।
বলে শুন প্রাণপ্রিয়ে, মনেতে প্রফুল্ল হয়ে,
কর মোরে বিদায় সত্বরে॥
স্বকার্য্য সাধিয়ে পরে, আসিব তোমার পুরে,
চিন্তা কিছু না করিহ মনে।
তুমি যদি হও বাম, না পূরিবে মনস্কাম,
যদি মিলে সে তোমার গুণে॥
এত শুনি রসবতী, হয়ে অতি ম্লানমতি,
নয়নে বহিছে বারি ধারা।
বলে শুন প্রাণকান্ত, যদি হে যাবে একান্ত,
নিতান্ত হইব প্রাণে সারা॥
কেমনে জীবন ধরি, তোমারে বিদায় করি,
যদি সখা ত্যজিয়ে যাইবে।
দাসীরে রেখ স্মরণ, না করিব নিবারণ,
তাহে তব অশুভ হইবে॥

এতেক বিলাপ পরে, বিদায় করি নাগরে,
চিন্তানলে কাতর জীবন।
নৃপসুত তদন্তরে, প্রবোধিয়ে প্রেয়সীরে,
অশ্বারূঢ়ে করিল গমন॥
নিজ প্রয়োজন আশে, ভ্রমি নানা দেশে দেশে,
অবশেষে প্রবেশে কানন।
হেরে বৃক্ষ অগণন, ফল ফুলে সুশোভন,
বসি তথা ডাকে পিকগণ॥
তবে ক্রমে যুবরাজ, নিবিড় অরণ্য মাঝ,
প্রবেশিয়ে লাগিল ভাবিতে।
তাহে পশুগণ সব, করে ভয়ঙ্কর রব,
মহাভয়ে না পারে চলিতে॥
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে পরে, দৃষ্টি করি কিছু দূরে,
দেখে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।
পুরি এক সুনির্ম্মিত, চতুর্দ্দিগে সুশোভিত,
বর্ণিয়ে কি শোভা কব তার॥
তথা গিয়ে উত্তরিয়ে, পুরি মধ্যে প্রবেশিয়ে,
দেখে ত্রিলোচনা শবাসনা।
মুণ্ডমালী ভয়ঙ্করী, অসিধারি দিগম্বরী,
ঘনরূপা সহাস্য বদনা॥

ভক্তি ভাবে তদন্তরে, যোড় করি দুটি করে,
প্রণমিল দেবীর চরণে।
হরিষেতে পূজা করে, স্তব আরম্ভিল পরে
মন আশা পূরণ কারণে॥

দেবীর স্তব।

নমস্তে জগজ্জননি কালি কপালিনি।
কটাক্ষে কলুষ নাশ ভুবন মর্দ্দিনি॥
চতুর্ব্বেদময়ী কর্ত্রি শিবা সীমন্তিনি।
অনাদ্যে আরাধ্যে সিদ্ধে কালস্বরূপিণি॥
নমস্তে ভূভার হর্ত্রি ত্রিগুণধারিণি।
সর্ব্বঘটে শক্তি আত্মা ভুবন ব্যাপিনি॥
হর্ত্রী কর্ত্রী মুক্তি দাত্রী কুলকুণ্ডলিনি।
মঙ্গল বিধাত্রী জগদ্ধাত্রী নিস্তারিণি॥
আদ্যে সাধ্যে মহাবিদ্যে ভক্তের জননি।
জন্ম মুক্ত নর তারা ঈশান গৃহিণি॥
তব তত্ত্বজ্ঞানি জনে ভব নিস্তারিণি।
নির্গুণেরে কর কৃপা মহেশমোহিনি॥
আমি মা তোমার দাস কিছু নাহি জানি।
তপ জপ তন্ত্র মন্ত্র তুমি গো ঈশানি॥

একরূপে করিয়ে স্তুতি লোটায় ধরণী।
হদপদ দেখি তুষ্টা জগত জননী॥
ভক্ত বৎসলা মাতা তাপেত তারিণী।
কিবা ভক্তাধীনা দেবী ভকত পালিনী॥
তব জায়া ভক্ত প্রতি হয়ে কৃপাবান।
নৃপস্থতে সিদ্ধ মন্ত্র করিলেন দান॥
বলিলেন এই মন্ত্র করিয়ে পঠন।
যথা ইচ্ছা যাবে কেহ না পাবে দর্শন॥
আর তব বাঞ্ছিত যা আছে প্রয়োজন।
মম বরে সিদ্ধ তব হইবে মনন॥
এমত শুনিয়ে তুষ্ট নরেশ নন্দন।
এক মনে প্রণমিল দেবীর চরণ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী তুমি শিবে।
নিজ গুণে দীন দ্বিজে বাঞ্ছা পুরাইবে॥

কুমারের হিঙ্গলাট নগরে উপনীত।

নৃপস্থত তদন্তর, তথা হতে শীঘ্র তর,
বহির্ভূত হইয়ে তখন।

মহানন্দে যায় চলি, হয়ে অতি কুতূহলী
নানা স্থান করিয়ে ভ্রমণ ॥
হেন মতে সে কানন, ছাড়ি নৃপতি নন্দন,
চতুষ্পার্শ্ব দেখে নেহারিয়ে।
কত দূরে দৃষ্ট হয়, তপন কিরণ প্রায়,
দেখি তায় চলিল ধাইয়ে ॥
যেতে যেতে করে নানা, মনে মনে বিবেচনা,
উদয় অচল এই হবে।
কিম্বা হেন মনে লয়, হবে কোন দেবালয়,
বুঝা যায় জ্যোতির প্রভাবে ॥
নিকটস্থ হলে পর, দেখে অপূর্ব্ব নগর,
বিচিত্র নির্ম্মিত রাজ ধাম।
হেরি বিমোহিত চিতে, প্রবেশিয়ে ত্বরান্বিতে,
হেরে শোভা অতি অনুপাম ॥
প্রাচীরেতে চারি ভিত, সে নগর সুবেষ্টিত,
চারি দ্বার তাহাতে শোভন।
পুষ্পোদ্যান তরুগণ, স্থানে স্থানে সুশোভন
দেখি হয় মন উচাটন ॥
মল্লিকা মালতী জাতি, দেখিতে সুন্দর অতি,
চম্পক গোলাপ শোভা পায়।

তমাল হিন্তাল তাল, আম্র জাম সুরসাল,
তাহে বসি পক্ষী গান গায়॥
কিছু দূরে সরোবর, দেখে অতি মনোহর,
কাঞ্চনে সোপান বন্ধ তার।
নানা জাতি পুষ্প তায়, দেখে সাজে শোভা পায়,
তুলনা নাহিক হয় তার॥
এমন আশ্চর্য্য হেরে, মহানন্দ মনে পরে,
তার মধ্যে করয়ে প্রবেশ।
নৃপতি নগরে যান, জানিবারে গুণধাম,
প্রজাগণে জিজ্ঞাসে বিশেষ॥
শুনি প্রজাগণ কয়, শুন ওহে মহাশয়,
কহি শুন যাহা উপদেশ।
চিক্কলাটি দেশ খ্যাত, শুভাঙ্গদ নরনাথ,
প্রতাপেতে শাসন সনাম॥
সবে এক কন্যা তাঁর, রূপ অতি চমৎকার,
রতি এক রতি তার কাছে।
সে কন্যা স্বরূপ আর, রূপ কি আছয়ে কার,
ত্রিজগত মধ্যে যত আছে॥
এসব বিত্তান্ত শুনি, আনন্দিত গুণমণি,
অতুলে পাইল কুলতরি।

ত্বরা করি যুবরাজ, চলিল নগর মাঝ,
অশ্ব রাখি অতি ধিরি ধিরি ॥
দেখিছে নগর শোভা, দেবতার মনোলোভা,
গৃহদ্বার কাঞ্চনে রচিত ।
মধ্যেতে চাঁদনী চক, করিতেছে ঝক মক,
প্রস্তর প্রবালে সুখচিত ॥
বালাখানা পরে কত, নহবত শত শত,
মরি কিবা হতেছে আওয়াজ ।
নৃপতি নগর মাজে, সেনাগণ নানা সাজে,
দম্ভে দম্ভে করিছে কাওয়াজ ॥
এমতে বাজিছে নানা, মৃদঙ্গ পিনাক বীণা,
সপ্তস্বরে বাজে সপ্তসরা ।
কে বর্ণিতে পারে কত, বাজে বাদ্য কত মত,
আহামরে কিবা মনোহরা ॥
দেখে সে নগর শোভা, মণিকাঞ্চনের প্রভা,
প্রশংসা করিল বহুতর ।
সম্মুখে দেখিল কিবা, সরোবর মনোলোভা,
সোপানেতে বাঁধা মনোহর ॥
চারিধারে পুষ্পবন, দেখিবারে সুশোভন,
গন্ধ বহে মলয়া পবনে ।

শ্বেত রক্ত নীল পীত, কত পুষ্প প্রস্ফুটিত,
ঘ্রাণ প্রাণেশ পীড়িত মদনে ॥
আকুল হইয়ে প্রাণে, বসিলেন সেই স্থানে,
মনোমধ্যে হইয়ে ভাবিত।
ভানু অস্তাচলে যায়, যামিনী আগত প্রায়,
বাসা হেতু বিশেষ চিন্তিত ॥
হেন কালে শুন বাণী, এল এক গোয়ালিনী,
নাম তার কেতকী সুন্দরী।
অর্দ্ধেক বয়স গত, তবু ঠাট নানামত,
হাস্য মুখ সুধার লহরী ॥
হেরি কুমারের রূপ, বলে এ কি অপরূপ,
এমন না হেরি কোন দেশে।
যদি করে বাসে বাসা, তবে পূরে মন আশা,
মহানন্দে লয়ে যাই বাসে ॥
এত বলি হেসে হেসে, জিজ্ঞাসে কুমারে এসে,
কেবা তুমি কোথা আগমন।
আছ কোথা বাসা করি, বল মোরে সত্য করি,
বিস্তারিত তব বিবরণ ॥
এত শুনি নৃপসুত, মনে হয়ে পুলকিত,
বলে শুন বিবরণ কই।

দেশ পর্য্যটন তরে, আইলাম এনগরে,
তত্ত্ব করি বাসা পাই কই ॥
শুনি গোপী পুল কয়, শুন শুন মহাশয়,
আমি অতি দুঃখী গোয়ালিনী।
দুগ্ধ বেচি রাজবাসে, সবে মোরে ভালবাসে,
নিজ বাসে থাকি একাকিনী ॥
ঘৃণা যদি নাহি হয়, এস তবে মমালয়,
বাসা দিয়ে রাখিব যতনে।
যখন যা চাবে তুমি, মিলাইয়ে দিব আমি,
সাধ্য মম অসাধ্য সাধনে ॥
রায় ভাবে ভাল হল, কালী মোরে মিলাইল,
ইহা হতে পাইব উদ্দেশ।
সুধালে শুনিতে পাব, ভূপের তদন্ত সব,
বিশেষ পক্ষীর সবিশেষ ॥
এই যুক্তি করি সার, কহে নরেশ কুমার,
তুমি মম মার সম মাসী।
দ্বিজ বলে সত্য বাণী, নাহ সঙ্গে গুণমণি,
মিলে গেল মাসী কি হিতাশী ॥

কেতকীর নিবাসে কুমারের গমন।

তদন্তর দুর্গা বলি চলিল ত্বরিত ।
গোয়ালিনী বাসে আসি হল উপনীত ॥
বাছিয়ে উত্তম গৃহ কেতকী সুন্দরী ।
কুমারে রাখিল তাহে অতি যত্ন করি ॥
আনি দিল থরে থরে নানা উপহার ।
ভোজনান্তে শুইলেন রাজার কুমার ॥
প্রভাত কালেতে উঠি স্মরি ভগবান ।
প্রাতঃ কৃত্য যে কিছু করিল সমাধান ॥
মধ্যাহ্নেতে স্নান পূজা করি নিয়মিত ।
রন্ধন ভোজন আদি করিল ত্বরিত ॥
উত্তম শয্যায় পরে করিয়ে শয়ন ।
মনে মনে চিন্তা করে নিজ প্রয়োজন ॥
কি মতে পাইব আমি সেই পক্ষিবরে ।
নানা ভাবে ভাবি ভাব অনুভব করে ॥
মাসী বলি কেতকীরে ডাকিল তখন ।
আজ্ঞা মাত্র এল গোপী কুমার সদন ॥

রায় হাসি বলে দাসি শুনহ বচন।
শুনিবারে ইচ্ছা এই দেশ বিবরণ॥
রাজার চরিত্র কিবা কহ না আমারে।
কি মত প্রভাব তাঁর ইচ্ছা শুনিবারে॥
কন্যা পুত্র কয় জন কিবা নাম তাঁর।
বিস্তারিয়ে কহ সে সকল সমাচার॥
কেতকী হাসিয়ে বলে শুন হে সুজন।
বড়ই প্রতাপ বড় পণ্ডিত রাজন॥
পুত্রহীন নরপতি কন্যা এক জন।
অপরূপ রূপ তার অতি সুলক্ষণ॥
পঞ্চদশ হব হেন বয়ঃক্রম তার।
বিয়ের কারণ রাজা ভাবে অনিবার॥
কত দেশ হতে এল রাজার নন্দন।
তুচ্ছ জ্ঞানে তা সবারে না কৈল বরণ॥
কি জানি কি মত তার বুঝিতে না পারি।
নাহিক কপালে বিয়ে অনুভব করি॥
রসিকা রমণী বড় এই তার পণ।
যে হবে রসিক তারে করিবে বরণ॥
তুমি রূপবান বট শাস্ত্রেতে নিপুণ।
ইহা যদি পার বুঝি তবে তব গুণ॥

যদি বল বলি গিয়ে রাজার সদন।
কুমার বলিল মাসী কিবা প্রয়োজন॥
না জানি তাহার গুণ কি মত হইবে।
বুঝিতে পারিলে করি পরিশ্রম তবে॥
সাড়া দিয়ে সাড়া যেন পায় গৃহস্তের।
পারি কি না পারি আগে পাই তার টের॥
এত শুনি কেতকী তাহাতে দিল সায়।
দ্বিজ রূপা বলে দ্বিজ সুধারস গায়॥

কুমারের রাজ ভবনে কেতকীর সঙ্গে গমন।

ভাবে রায় হৃদন্তরে, কেমনে পাইব তারে,
মনে মনে করে বিবেচনা।
হয় প্রাণেতে আকুল, নাহি পায় কোন কূল,
বসি নানা করয়ে ভাবনা॥
না হেরে মদন বাণে, দগ্ধ করে মম প্রাণে,
কি করিব ইহার উপায়।
বুঝি বিধি নিজ করে, গঠিল সে প্রেয়সীরে,
ভেদিবারে আমার হৃদয়॥

ক্ষণে কহে হায় হায়, এবা কি ঘটিল দায়,
আসিয়াছি শুক পক্ষী তরে।
নাহি পাই তার টের, হইল বিষম ফের,
মনোদুঃখ কহিব কাহারে॥
কে রূপ নদী পাথায়, কেমনে হইব পার,
কি হবে না দেখি যে উপায়।
পাব কি না পাব তারে, ইচ্ছা হয় দেখিবারে,
ভাবে মনে নরেশ তনয়॥
হেন কালে গোয়ালিনী সজ্জা করি চলে ধনী,
দুগ্ধ দিতে ভূপের ভবনে।
তা দেখি নাগর রায়, চিন্তায় চিন্তিত কায়,
বলে যাব কেমন বিধানে॥
বিধির বিধির বশে, যাইতে সুন্দরী পাশে,
সিদ্ধ মন্ত্র হইল স্মরণ।
মন্ত্রের প্রভাব জন্য, দেখিতে না পায় অন্য,
পুলকিত কুমার তখন॥
চলিল কেতকী সঙ্গে, আপনার মনোরঙ্গে,
মনে ভাবি মহেশমোহিনী।
দীন দ্বিজ দিল সায়, যাহ যাহ নৃপালয়,
দেখা পাবে নরেন্দ্রনন্দিনী॥

কুমারের নৃপ কন্যা দর্শন।

চলিল কুমার তবে কেতকীর সঙ্গে।
না পারে দেখিতে কেহ মন্ত্রের তরঙ্গে॥
উপনীত রাজ বাসে কেতকী সুন্দরী।
কুমার সন্তোষ বড় দেখি রাজপুরী॥
ভূপের ভবন শোভা ভুবন মোহন।
দৃষ্টি মাত্রে নৃপসুত বিমোহিত মন॥
দুগ্ধ দিতে কেতকী গেলেন রাণী কাছে।
মনো রঙ্গে চলে রায় তার পাছে পাছে॥
এই মতে সবাকার ভবন দেখিল।
রাজ নন্দিনীর পাশে শেষেতে চলিল॥
রত্ন পালঙ্কেতে তথা মন্মথমোহিনী।
সখীগণ বিনায়ে দিতেছে শিরে বেণী॥
একেত রূপসী তাহে বয়স ষোড়শী।
রূপছটা দেখি ম্লান হয় তায় শশী॥
অধিক কি কব রূপ ভুবনমোহিনী।
দেখি জলদের আড়ে লুকায় দামিনী॥
রূপসীর হেন রূপ কুমার হেরিয়ে।
তর্ক করি নানা মত না পায় ভাবিয়ে॥

অন্বেতে কুমারি মনে ভাবিয়ে উপায় ;
স্তম্ভিত্ তড়িত্ প্রায় আইল বাসায় ।।
পরেতে কেতকী রঙ্গে নানা সজ্জা করি ।
উপনীত ধনী পাশে গমনেতে করী ।।
একে বিরহিণী তাহে বসন্ত উদয় ।
মলয় অনিল আসি বহিছে তথায় ।।
পিকগণ কুহুস্বরে করিতেছে গান ;
শুনি সেই ধ্বনি উড়ে ধনীর পরাণ ।।
বিষম জ্বালায় ব্যস্ত নিশি দিন প্রাণী ।
ক্ষুণ্ণ মনে ভাবে বসি নৃপের নন্দিনী ।।
ইতি মধ্যে উত্তরিল কেতকী আসিয়ে ।
কি কর নাতিনি বলি সম্ভাষিল গিয়ে ।।
আয় বলি সুরঙ্গিনী সম্ভাষিল তারে ।
বলে তব স্নেহলেশ নাহি নাতিনীরে ।।
আপন আপন করি ভাবি যার তরে ।
সে জন আপন করি না জানে অন্তরে ।।
প্রেমাসক্তিযুক্ত চিত্ত হয় যেই জন ।
অন্য দুখে দুখী সেই বিখ্যাত ভুবন ।।
এত শুনি হাসি হাসি কহে গোয়ালিনী ।
কৃপা করি শুন আগে এদাসীর বাণী ।।

তোমার পালিত দেহ করিয়ে ধারণ।
তব উপকার না করিব কি কারণ॥
নিত্য আমি তব পাশে যাতায়াত করি।
কোন কথা মম প্রতি না কহ সুন্দরি॥
যে তব দারুণ পণ নরেশ নন্দিনি।
প্রেমের মহিমা তুমি জানিবে কি ধনি॥
কেন আর ঠাট ছলা কর মম পাশে।
উত্তর লহ শীঘ্র আমি যাই নিজ বাসে॥
এই মতে রসাভাসে কথা দুই জনে।
পরে গোপী যাইছিল আপন ভবনে॥
তাদ্য অন্ত আসিয়ে কহিল শুনাকরে।
শুনি তুষ্ট নররায় আপন অন্তরে॥
কেতকীর কথা রায় করিয়ে শ্রবণ।
অন্তরে হইল আশা আসি উদ্দীপন॥
বিকল হইয়ে প্রাণে ব্যস্ত হল অতি।
বলে কিরূপেতে পাব সেই রসবতী॥
যদি কোন মতে গিয়ে আইলাম হেরে।
উপায় না পাই কিন্তু কপালের ফেরে॥
বিধাতা বিগুণ যারে ঘটে তার হেন।
মিছে মিছি তার জন্যে ভাবি আমি কেন॥

দ্বিজ বলে রসরাজ কি ভাব হুতাশ।
নিশি যোগে যাহ পূর্ণ হবে তব আশ॥

কুমারের নিশাযোগে গমনোদ্যোগ।

তদন্তর নৃপসুত, মনে হয়ে হর্ষযুত,
যাইতে সুন্দরী বরাবরে।
কেমন সময়ে যাব, এই মত অনুভব,
করে রায় আপন অন্তরে॥
দিবাভাগে গেলে তথা, ঘটিবে সকল বৃথা,
কার্য্য সিদ্ধ না হবে কখন।
গোপীকে ছলনা করি, নিশাযোগে তার পুরি,
যাব হেন কৈল নিরূপণ॥
এত ভাবি কেতকীরে, ডাকিয়ে কুমার ধীরে,
চতুর চাতুরী করি কয়।
দৈববল বিনা বল, নাহি দেখি অন্য বল,
শুন এই করেছি নির্ণয়॥
রাত্রি যোগে গৃহে বসি, রব আমি সারা নিশি,
করিব ঈশ্বর আরাধন।

সন্ধান করিলে আর, নাহি পাবে সমাচার,
সিদ্ধ না হইতে প্রয়োজন॥
শুনিয়ে কেতকী কয়, কি কাজ নাগর রায়,
মোর করি তোমাকে সন্ধান।
যাতে হয় সিদ্ধ কাজ, তাহা কর যুবরাজ,
তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রে জ্ঞানবান॥
এত বলি পূর্ব্বমত, আনি আয়োজন যত,
ঘরে থাকে দিল কুমারেরে।
রন্ধন ভোজন যায়, সমুদায় করি সায়,
শয়ন করিল শয্যাপরে॥
কন্যার আশায় যত, মনে মনে চিন্তান্বিত,
আলাপন রহিল নিরখি।
হেন কালে দিবা গত, রজনী হল আগত,
দেখি অতিশয় হল সুখী॥
সুখে শয্যা পরিহরি, উঠে রায় ত্বরা করি,
সন্ধ্যাদি করিল সমাধান।
তদন্তর নৃপসুত, হইলেন সুসজ্জিত,
যাইতে সুন্দরী বিদ্যমান॥
মন্ত্র পড়ি চলে রায়, কেহ না দেখিতে পায়,
উপনীত কন্যার আগারে।

দাস দাসী যত জন, নাহি পায় দরশন,
গোপনে রহিল তথা কাছে ॥
প্রহর যামিনী পরে, নিদ্রাগত হল সবে,
ধীরে ধীরে চলে রসরায়।
কিঞ্চিত চিন্তিয়ে মনে, প্রবেশিয়ে সে সদনে,
দেখে কত পালঙ্ক তথায় ॥
চতুষ্পার্শ্ব আছে ঘেরে, রজত পালঙ্কোপরে,
সখীগণ হয়ে শোভাম্বিতঃ।
তার মধ্যে সুশোভিত, কাঞ্চনেতে সুনির্ম্মিত,
সুদীপ্ত প্রস্তরে প্রবেষ্টিত।
সে পালঙ্ক পরে ধনী, নিদ্রা যায় সুবদনী,
যেন ভূমে চন্দ্রের উদয়।
মাণিক্যের আভরণ, অঙ্গে আছে সুশোভন,
দেখি রায় হইল বিস্ময় ॥
মনে মনে নানা মত, তর্ক করি নৃপসুত,
কিছু স্থির করিতে নারিল।
ক্ষণে মনে করে রায়, সুবর্ণ লতার প্রায়,
নহে কিম্বা হইবে তরল ॥
বুঝি তার অভিপ্রায়, মৃদু হাসি দ্বিজ কয়,
রসরাজ ঐ সে সুন্দরী।

কন্যার সমান কান্তি, অন্য রূপ তব ভ্রান্তি,
শুন রূপ যা কহিতে পারি ॥

দ্বিজ কর্ত্তৃক রূপ বর্ণন।

কেন রসময় তুমি ভাবিছ অন্তরে।
স্বর্ণলতা জ্ঞান কর নৃপনন্দিনীরে ॥
চন্দ্র কি হইবে এ রূপের প্রতিরূপ।
কোটি চন্দ্র হইলে না হইবে স্বরূপ ॥
একরূপের সম রূপ না দেখি নয়নে।
উপমা দিবার যোগ্য কি আছে ভুবনে ॥
দেখ নীল পট্টবস্ত্রে অঙ্গ শোভা করে।
ব্যাপিল শরদ চন্দ্রে যেন জলধরে ॥
চাঁচর চিকুরে ও যে দেখ পৃষ্ঠে বেণী।
গরুড়ের ভয়ে ওতো লুকাইয়ে ফণী ॥
ভালের উপরে দেখ সিন্দুরের শোভা।
না হয় তুলনা যাহে অরুণের আভা ॥
মৃগমদ বিন্দু তথি লম্বিত হয়েছে।
অরুণ গ্রাসিতে যেন রাহুতে চলেছে ॥

তাহার নিম্নেতে কিবা চন্দনের রেখা ।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র আসি যেন দিল দেখা ॥
ভুরুর ভঙ্গিমা কিবা পরশিয়ে শ্রুতি ।
চড়াইয়ে গুণ যেন আছে রতিপতি ॥
শুক চঞ্চু জিনি নাসা বড়ই সুন্দর ।
স্বর্ণেতে জড়িত তাহে দুলিছে বেসর ॥
শোভিত মুকুতা তাহে দীপ্ত করে মণি ।
গরুড়ের মুখে যেন কম্পমান ফণী ॥
কি দিব তুলনা তার মুখের উপমা ।
জগতে না পাই কিছু করি তার সীমা ॥
অনঙ্গ আকুল হয় যখন দেখিয়ে ।
তাহারে তুলনা যোগ্য না পাই ভাবিয়ে ॥
অরুণ জিনিয়ে কিবা অধর সুন্দর ।
না হইবে পক্ক বিম্ব তাহার দোসর ॥
তাহার মধ্যেতে কিবা দশন শোভিত ।
কুন্দ কুসুমেতে যেন অরুণ উদিত ॥
নেত্রদ্বয় নীলাম্বুজ আছে প্রস্ফুটিত ।
তারক ভ্রমর কিবা তাহাতে শোভিত ॥
নাচিছে খঞ্জন কিবা কমল উপরে ।
কিম্বা শশি রশ্মি পান করয়ে চকোরে ॥

শ্রুতি মূলে রতন কুণ্ডল শোভা ধরে
জিনিয়ে শরদ্ শশী ঝলমল করে॥
ঢাকে যদি অর্দ্ধ মুখ বসন অঞ্চলে।
পূর্ণ চন্দ্র ঢাকে যেন ঘন মেঘ দলে॥
কিবা সে উন্নত কুচ অতি সুশোভিত
সুমেরু শিখরে যেন মহেশ উদিত॥
রতন জড়িত মণি বক্ষে সুশোভন।
উদয় গিরিতে যেন উদিত তপন॥
নাভি কূপ হইতে উদিত লোমাবলি।
সুধা আশে ধায় যেন পিপীলিকা চলি॥
মাণিক মৃণাল বিনি ভুজ শোভা করে।
স্থল পদ্ম প্রস্ফুটিত যেন স্থল পরে॥
কতেক কহিব আর শুন রসরাজ।
বিলম্বে কি ফল সিদ্ধ কর নিজ কাজ॥

কুমারের সুন্দরীকে দর্শন ও চিহ্ন রাখা।

তবে নৃপসুত, হয়ে হর্ষ যুত,
উপনীত সে সদনে।

দেখি রূপ তার, ভাবে চমৎকার,
অধৈর্য্য হইয়ে প্রাণে ॥
বলে বিধি হয়, আমারে সদয়,
বাসনা পূরয়ে তবে।
নতুবা জীবন, কি কাজে ধারণ,
যন্ত্রণা সহিয়ে ভবে ॥
নরেশ নন্দন, করিয়ে চিন্তন,
মনেতে ভাবিয়ে ভোর।
চিহ্ন না রাখিয়ে, যাইব ফিরিয়ে,
এ নয় উচিত মোর ॥
এই মত স্থির, করিয়ে সুধীর,
বস্ত্র বদলিয়ে লয়।
তাম্বুলের রাগ, দিয়ে তাহে দাগ,
বাহিরিয়ে চলে রায় ॥
রাখি প্রাণ মন, করিয়ে গমন,
প্রবেশে কেতকী পুরে।
সংগোপনে রায়, আপন শয্যায়,
শয়ন করিল পরে ॥
কিছু ক্ষণান্তরে, নিশা গেল দূরে,
উঠি পরে রসময়।

প্রাতঃ কৃত্য যত, সারিয়ে তাবত,
ডাকিয়ে গোপীরে কয়॥
শুন মাসি তুমি, যাহ শীঘ্রগামী,
নৃপবালা বরাবর।
কি করে সে জন, জানি বিবরণ,
আসি বল শীঘ্র তর॥
এখানে সুন্দরী, গাত্রোত্থান করি,
আপন অঙ্গেতে চায়।
অঙ্গের বসন, করি নিরীক্ষণ,
হতাশ ভাবিয়ে তায়॥
বলে কে ছলিয়ে, বাস বদলিয়ে,
কেমনে লইয়ে যায়;
পুন ধনী হেরে, বসন উপরে,
তাম্বুলের দাগ তায়॥
কে করিল হেন, না বুঝি কারণ,
যে হক চোরের কর্ম্ম।
যদি চোর বলি, কেন যাবে ছলি,
না বুঝি ইহার মর্ম্ম॥
দেব কি দানব, হবে কি মানব,
অসম্ভব কাজ তার।

দুয়ারে প্রহরী, আছে পুরি ঘেরি,
কেমনে পাইল দ্বার ॥
চোর ভিন্ন মন, কে করে হরণ,
করিয়ে প্রাণে বিকল।
গেল কোথাকারে, নহে ধরি তারে,
উচিত দিতাম ফল ॥
ছিলাম নিদ্রায়, কি করিব হায়,
কি কাল ঘুমের ঘোর।
হৃদি কারাগারে, বন্দি কৈলে তারে,
তবে সে জানিত চোর ॥
কিবা তার নাম, কোথাকারে ধাম,
কে জানে তাহার মূল।
অশেষ প্রকারে, ভাবি ধনী পরে,
প্রাণেতে হয় আকুল ॥
পরে ছলে ধনী, দাসী বলি ধ্বনি,
করিল কোকিল স্বরে।
অমনি সবায়, আসিয়ে তথায়,
দাঁড়াইল যোড়করে ॥
ঘূর্ণিত লোচনে, কহে সর্ব্ব জনে,
নাহিক তোদের ভয়।

সকলে থাকিতে, আমার পুরিতে,
কেবা আসে কেবা যায়।
বুঝিনু তোদেরি, আছয়ে চাতুরী,
নহে অন্য কেবা পারে।
না পারে দেবতা, কাহার যোগ্যতা,
আসি মম বাস হরে॥
যদ্যপি আপন, রাখিবে জীবন,
অন্বেষণ কর তার;
নহে বিপরীত, হইবে উচিত,
প্রাণ বাঁচা হবে ভার॥
শুনি এই ভাষ, সবার তরাস,
করযোড়ে সবে কয়।
তবাশ্রিত জনে, এমত বচনে,
দোষা না উচিত হয়॥
মোরা দাসী তব, হেন অসম্ভব,
কে করিল জানে কেবা।
বিচারে আপনি, দেখ ঠাকুরাণি,
উচিত হইবে যেবা॥
বুঝিয়ে নির্দ্দোষ, ত্যজি নিজ রোষ,
চিন্তা কর সবে মেলি।

হেন কালে তথা, গোপী উপনীতা,
কি কর নাতিনি বলি ॥
দ্বিজ বলে ভাল, হইল সকল,
যুক্তি লহ গোপী স্থানে।
জানে নানা ছল, বুদ্ধি সে প্রবল,
নানা মত যুক্তি জানে ॥

গোপী প্রতি রাজকন্যার মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা।

সুন্দরী বিস্তর করি, গোপিকার করে ধরি,
প্রকাশিছে মন অভিলাষ।
নিশি বিবরণ যত, করাইছে অবগত,
মনোমধ্যে হইয়ে উদাস ॥
আসি কেবা মম পুরে, বাস পরিণয় করে,
তাম্বূলের দাগ দিয়ে তায়।
মনঃ প্রাণ করি চুরি, গেল সে করি চাতুরী,
তাহাতে দহিছে মম কায় ॥
কেমনে এমন বাসে, আইল বা কি সাহসে,
নাহি বুঝি তাহার কারণ।

পরশিয়ে মম কায়, ঘটাইল হেন দায়,
মন বড় করে উচাটন ॥
কি গুণে সে গুণমণি, বিকল করিল প্রাণী,
সে জনে কেমনে পাওয়া যায়।
তার দরশন বিনে, স্থির নাহি হয় প্রাণে,
অতএব কহ সে উপায় ॥
তুমি বিনা এই কর্ম্ম, কে বুঝিতে পারে মর্ম্ম,
মোরে নাহি কর হে বঞ্চনা।
শুনা আছে তব যশ, জান ভাল প্রেমরস,
অধীনীরে না দেও যন্ত্রণা ॥
শুনিয়ে এসব বাণী, যুড়িয়ে যুগল পাণি,
বলে গোপী আমি ক্ষুদ্র প্রাণী।
মোরে এত সমাদর, অকারণ কেন কর,
শুন ওহে নরেশনন্দিনি ॥
কি ভাব ভাবনা তার, যে মত যে বাঞ্ছা যার,
উপায়ে উপায় হয় যত।
এই যুক্তি বলি আমি, কপট নিদ্রায় তুমি,
শয়নে রহিও পূর্ব্বমত ॥
অবশ্য দেখিতে পারে, সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হবে,
পূর্ণ হবে মন অভিলাষ।

অতএব রাজবালা, হইল অধিক বেলা,
আজ্ঞা হলে যাই নিজ বাস॥
এত বলি গোয়ালিনী, আসি নিজ বাসে ধনী,
কুমারে করিল নিবেদন।
শুনয়ে চতুর রায়, চাতুরী করিয়ে কয়,
কোন কালে না শুনি এমন॥
তদন্তর নৃপসুত, দিবা কার্য্য পূর্ব্বমত,
সাধিলেন গোপীর ভবনে।
হেতা গৃহে রসবতী, হয়ে অতি ম্লান মতি,
ভাবে তারে পাব কতক্ষণে॥
হেন কালে দিনকরে, দিবা অবসান করে,
অস্তাচলে করিল গমন।
ভবনে জীবন বালা, বন্ধু বিরহে ব্যাকুলা,
মনোদুঃখে মুদিত নয়ন॥
করি নিশি দরশন, দোঁহার সন্তোষ মন,
নিজ নিজ যুক্তি স্থির করে।
সময় হইল যবে, কপট নিদ্রায় তবে,
রহে ধনী নিজ শয্যা পরে॥
অনন্তর যুবরাজ, সাধিতে আপন কাজ,
চলিলেন সুন্দরীর স্থানে।

মন্ত্র তেজে কোন জন, নাহি পায় দরশন,
উপনীত ধনী বিদ্যমানে ॥
দেখি পূর্ব্বমত সত, আছে সবে নিদ্রান্বিত,
কি করিব কুমার ভাবিছে।
করে গেছি কালি যাহা, বিদিত হয়েছে তাহা,
কি করি জানিতে পারে পাছে ॥
দ্বিজ বলে রসরাজ, সাবধানে সাধ কাজ,
কপট নিদ্রায় আছে ধনী।
জানিতে পারিলে যত, মন্ত্রণা হইবে হত,
বিবেচনা কর গুণমণি ॥

কুমারের পুনর্ব্বার ছলনা।

এই মত যুক্তি করি কুমার তৎক্ষণে।
কি ছলে ছলিব আজি ভাবে মনে মনে ॥
পরে যুক্তি স্থির করি মন্ত্রের বলেতে।
গৃহে প্রবেশিয়ে বসে তার নিকটেতে ॥
দেখিছে সুবর্ণ কত তাম্বুল আধার।
রজতে নির্ম্মিত কত শত আছে আর ॥
নিঃশব্দে তাহার আচ্ছাদন খশাইল।
রজত আধার সুবর্ণেতে মিশাইল ॥

তদন্তর তথা হতে করিয়ে গমন।
গোপী বাসে উত্তরিল নরেশনন্দন॥
পূর্ব্বমত শয্যাপরে শয়নে থাকিয়ে।
দিবা নিশি করে চিন্তা প্রেয়সী লাগিয়ে॥
এখানে রূপসী দিবা নিশি আশা আশে।
না দেখি নিরাশা ভাসে মনের হুতাশে॥
দেখে তারা আঁখিতারা হয়ে গেল স্থির।
সুখহরা সুখতারা হইল বাহির॥
অধিকন্তু নিদ্রায় কাতর জাগরণে।
মুখ শুকাইল তাহে না হেরি সে জনে॥
প্রভাতে উঠিয়ে ধনী হইল চঞ্চল।
অদর্শন হুতাশন তাহাতে প্রবল॥
বুঝিল দেবতা মায়া নর কভু নয়।
ব্যথিত হইয়ে প্রাণে সখীগণে কয়॥
শুলো সখি প্রেমানলে আমার হৃদয়।
দহন হতেছে বল কি করি উপায়॥
বিরহ এমন জ্বালা না জানি কখন।
না হেরে মদনবাণে শরীর দহন॥
শুনি সখীগণ সবে কহে সকরুণে।
একপ উতলা হলে কিসের কারণে॥

স্থির হও যে হউক সে হবে বিদিত।
আজি কালি পরে তারে পাইবে নিশ্চিত॥
এমত প্রবোধ বাক্য বুঝায় তাহারে।
কুমারের কথা কিছু শুন তার পরে॥
প্রভাতে উঠিয়ে পূর্ব্বমত কার্য্য যত।
ক্রমে ক্রমে সে সকল সারিল ভাবত॥
কেতকী আপন কার্য্য সারি তার পরে।
দুগ্ধের যোগান দিতে চলে রাজপুরে॥
একে একে সকল ভবনে দুগ্ধ দিয়ে।
কন্যার আগারে পরে উত্তরিল গিয়ে॥
দেখিয়ে সুন্দরী তবে কহিতে লাগিল।
তোমার মন্ত্রণা গোপি বিফল হইল॥
আর যা হয়েছে নিশি যোগের ভিতরে।
সে সকল বৃত্তান্ত কহিল গোপিকারে॥
শুনিয়ে কেতকী কয় নায়িকা সদনে।
অবাক হয়েছি এ আশ্চর্য্য কথা শুনে॥
শুনেছি দেখেছি বহু করি এই কাজ।
তোমার কার্য্যেতে বড় পাইলাম লাজ॥
মম কর্ম্ম নহে আর শুন রসবতি।
বুঝিয়ে করহ যেবা লয় তব মতি॥

এত বলি দুগ্ধ দিয়ে গোপী চলি গেল।
নায়িকা শুনিয়ে মনে ভাবিতে লাগিল ॥
করিবে গোপিকা স্থির আছিল বিশ্বাস;
এক্ষণে সে সব মম হইল নিরাশ ॥
অন্তর আমার সদা হয় জর জর।
নিবারণ কিসে হবে ভাবি নিরন্তর ॥
প্রমত্ত চঞ্চল চিত্ত চকোর আমার।
ব্যাকুল হয়েছে বড় নাহিক নিস্তার ॥
এরূপ করিয়ে ধনী ভাবিছে অন্তরে।
গোপী গিয়ে সমুদায় কহে কুমারেরে ॥
শুনিয়ে পূর্ব্বের মত চাতুরীতে রায়।
অন্তরে আহ্লাদ মুখে বলে একি দায়॥
দ্বিজ বলে ভাল রায় বিদেশ আসিয়ে।
গোপনে করিছ মজা দূতী ভাঁড়াইয়ে ॥

রাজকন্যার খেদোক্তি।

তদন্তর শুন সব রসিক সুজন।
যে রূপ হইল পরে তার বিবরণ ॥
নিত্য নিত্য রসরাজ সুন্দরীর পুরে।
গমন করেন কেহ জানিতে না পারে ॥

এক দিন নৃপসুত চিন্তে মনে মনে।
আর কত যাতায়াত করিব সেখানে॥
এমত ভাবনা আর কতকাল রবে।
আমরি কেমনে কর্ম্ম সিদ্ধ হবে কবে॥
কি ভাব ভাবয়ে মোরে জানিব কি ভাবে।
সে ভাব ভাবিয়ে রায় বিমোহিত ভাবে।
তার পরে স্থির করি নরেশ নন্দন।
রীতি মত কর্ম্ম যত করে সমাপন॥
দিবা শেষে কেতকীরে কহিল ডাকিয়ে
আজি একবার আসি নগর ভ্রমিয়ে॥
এত বলি গেল চলি মন অভিলাষে।
মন্ত্রের প্রভাবে রাজনন্দিনীর পাশে॥
আপনার গুণাগুণ করিতে শ্রবণ।
রহিলেন গুণাকর হইয়ে গোপন॥
এখানে বিচ্ছেদানলে নরেশ দুহিতা।
দিবা নিশি আছে ধনী ধরণী পতিতা॥
ঝর ঝর ধারা বহে কুরঙ্গ নয়নে।
শয়নে স্বপনে সদা জাগিতেছে মনে॥
বিরহ প্রলাপে কভু চেতন রহিত।
উঠি পুনর্ব্বার আরো হয় সচিন্তিত॥

বলে কে তাপিত প্রাণে সাধিলেক বাদ।
কি রূপে পাইব আমি তার সুসংবাদ॥
যে হক সে হক তার পাষাণ হৃদয়।
অবলা সরলা বধে হইয়ে নিদয়॥
পরশিয়ে মম অঙ্গ মজাইল মন।
লুকায়ে কি লাভ লুটি যৌবন রতন॥
এসব শুনিয়ে রায় মনেতে ভাবিল।
সুন্দরীর খেদে খেদ অধিক বাড়িল॥
মিলন সলিল আসা উথলি অন্তরে।
ত্বরিত্ তড়িত্ প্রায় দেখা দিল পরে॥
ক্ষণ মাত্র তথা হতে চলি গেল দূরে।
উত্তরিল রসরাজ কেতকীর পুরে॥
এখানে সুন্দরী হেরি বলি আহামরি।
অধরা হইয়ে পড়ে ধরার উপরি॥
দ্রুত আসি যত দাসী তোলে মনোদুখে।
সুবাসিত জল আনি কেহ দেয় মুখে॥
করযোড় করি কহে কহ বিবরণ।
হঠাত্ অধৈর্য্য হলে কিসের কারণ॥
কুলের কামিনী তুমি নাহি কর লাজ।
করিবে কলঙ্ক অকলঙ্ক কুল মাঝ॥

ধৈর্য্য ধর রাজবালা স্থির কর মন।
পাছে কেহ শুনে এ সকল বিবরণ ॥
শুনি ধনী তা সবারে উত্তর না দিল।
মনাগুণে মনে মনে ভাবিতে লাগিল ॥
দ্বিজ বলে রসবতি চিন্তা কি তাহার।
যার লাগি চিন্ত চিন্তা অধিক উহার ॥

কুমারের মিলনের উপায় চিন্তা।

হেতা গোপীবাসে রায়, চিন্তায় চিন্তিত কায়,
হয়ে শেষে স্থির করে মনে।
দেখাইতে কারিগরি, মনেতে মানস করি,
করে শেষে কৌশল যতনে ॥
চিত্রপটে নিজ কায়, চিত্র করে রসরায়,
পরম সুন্দর চমৎকার।
দেখি মনমথ মন, অমনি হয় মোহন,
অধিক বর্ণনা করা তার ॥
দ্বিতীয়ত মহোদয়, কামিনীর প্রেমময়,

তাহাতে তনুর তরি, ভাসাইতে ইচ্ছা করি,
নিজ পরিচয় তৎপর॥
বিনয়ে লিখিল যত, বর্ণনা কি হয় তত,
পরে যাহা লিখিনু কিঞ্চিত্।
অনুগ্রহে সর্ব্ব জন, করিবেন নিরীক্ষণ,
দীন দ্বিজে হয়ে কৃপান্বিত॥

কুমারের পত্র।

চিত্রকাব্য।

সুধামুখি তব মুখ দেখি সুধা প্রায়।
রংগহীনে প্রেয়সি লো দৃষ্টে প্রাণ যায়॥
গিধিনী গঞ্জিত শ্রুতি শোভিত কুণ্ডলে।
নিশি দিবা ভাবি দহি দুঃখ দাবানলে॥
তরাও কটাক্ষ করি পূরাও বাসনা।
বড়ই দুর্ব্বার মন নাহি শুনে মানা॥
আশয়ে থাকিয়ে অতি হয়েছি আকুল।
শেষ কর যে সকল হবে প্রতিকুল॥
আছয়ে তোমাতে প্রেম জলধি জীবন।
সিন্ধু বিন্দু দানে তবে কেন হে কৃপণ॥

এ আশে বঞ্চিত হলে হইব নিরাশ।
ইঙ্গিতে বুঝিয়ে মোর পূরহ প্রয়াস॥
দেহ দহে প্রেমানলে বিষম প্রমাদ।
শঙ্করের সহায় ত্যজি করহ প্রসাদ॥
মিলায়ে পদের আদ্য বর্ণ সঞ্চারিবে।
তৃষ্ণাযুক্ত চাতকে কাতর না করিবে॥

কুমারের সুন্দরী প্রতি পত্র প্রদান।

এমত করিয়ে লিখিয়ে রায়।
রাখিল বসনে বাঁধিয়ে তায়॥
ভাবিছে কখন হইবে নিশি।
দেখিব যাইয়ে প্রাণ প্রেয়সী॥
হেন কালে গেল দিবসমণি।
আগত হইল আসি রজনী॥
নিজ কাজ যত সারিয়ে পরে।
গোপীকে ছলিয়ে গমন করে॥
মন্ত্রের প্রভাবে চলে সত্বরি।
কেহ না দেখিল রূপ মাধুরী॥

প্রহরী যতেক আছিল দ্বারে ।
দেখিতে না পায় কেহ তাহারে ॥
তবেত রসিক নসজ্জাবেশে ।
যাইয়ে সুন্দরী পুর প্রবেশে ॥
দেখিল বিরহে কাঁদিছে ধনী ।
ব্যাকুল হইয়ে পড়ে ধরণী ॥
নাহি হেরে অঙ্গে বাস ভূষণ ।
এলাইত কেশ ম্লান বদন ॥
কহিছে দারুণ কে দিল জ্বালা ।
এত কি সহিতে পারে অবলা ॥
যে দিল আমারে এত যাতনা ।
কখন তাহার ভাল হবে না ॥
মানবে কভু কি পারে এমন ।
যে হকু সামান্য নয় সে জন ॥
তাহার সাহসে দি ধন্যবাদ ।
কেমনে এমন সাধে প্রমাদ ॥
আর না বাঁচিব তার বিহনে ।
বল কে মিলায় আনি সে জনে ॥
মদন আগুন উঠিল জ্বলে ।
দ্বিগুণ বাড়িল মলয়ানিলে ॥

এ দুখের কথা কহিব কায়।
কে আছে আনিয়ে মিলায় তায় ॥
কি করি উপায় না দেখি কিছু।
আমার অদৃষ্টে কি হবে পিছু ॥
একথা শ্রবণে খেদেতে রায়।
পত্রখানি দিল অমনি তায় ॥
মন হারা হয়ে বাহির হল।
দেহ মাত্র লয়ে বাসাতে গেল ॥
এখানেতে পত্র পাইয়ে ধনী।
বলে আহা মরি কি গুণমণি ॥
দ্বিজ বলে কেন ভাব বিসাদ।
পড় পাতি পাবে তার সংবাদ ॥

রসবতীর পত্র পাঠান্তে সখী প্রতি উক্তি।

রসবতী, পড়ে পাতি, হয়ে অতি, উতলা।
দুঃখ ত্যাগি, সুখ ভাগী, বঁধু লাগি ব্যাকুলা ॥
মানা মনে, নাহি মানে, প্রেমাগুনে, যাতনা।
কিসে পাব, কারে কব, এই সব, ভাবনা ॥

হর্ষ মতি, হয়ে অতি, দাসী প্রতি, ডাকিল।
হয়ে শান্ত, আদ্য অন্ত, সে ভদন্ত, কহিল॥
আমি যারে, নাহি হেরে, স্মর শরে ব্যথিত।
সুবিস্তার, সমাচার, আছি তার, বিদিত॥
এনগরে, বাস করে, কার পুরে, গোপনে।
শীঘ্র করে, আনি তারে, বাঁচা মোরে, জীবনে॥
যতক্ষণ, সেই জন, নাহি আন, নিকটে।
একি দায়, হায় হায়, প্রাণ যায়, কপটে॥
শুনি হেন, বিবরণ, সখীগণ, ধাইল।
রাণী যথা, গিয়ে তথা, সব কথা কহিল॥
রাজরাণী, ভাবে শুনি, একি বাণী, কি কহ।
দ্বিজ কয়, যোগ্য হয়, দিতে তায়, বিবাহ॥

দাসীগণ কর্ত্তৃক রাণী প্রতি সংবাদ প্রদান।

তদন্তর রাজরাণী দাসীরে জিজ্ঞাসে।
কহ বাণী নন্দিনী এমন হল কিসে॥
শুনি দাসী যোড় করে কহিতে লাগিল।
আদ্য অন্ত যে কিছু সকল নিবেদিল॥

তবে রাণী এত শুনি ভূপতির পাশে।
দুহিতার কথা যত মৃদু মৃদু ভাষে॥
যে রূপ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করেছে সে জন।
বিস্তারিত সে সকল কহে বিবরণ॥
রাজা বলে রাণি তুমি জান পূর্ব্ব যত।
বিভা হেতু এসেছিল কত রাজসুত॥
সে সবারে তনয়ার না হল সম্মতি।
খেদে তারা কোথা গেল ছাড়িয়ে বসতি॥
এখন হয়েছে তার ইচ্ছা বরিবারে।
যা শুনাসে হেন জনে পাব কি প্রকারে॥
দরশন চিহ্ন যদি পাওয়া যায় তার।
তবে সে করিতে কিছু পারি প্রতিকার॥
যাহ রাণী শীঘ্রগতি নন্দিনীর পুরে।
যে কিছু থাকয়ে চিহ্ন এসে বল মোরে॥
এমত শুনিয়ে রাণী চলিলেন ধেয়ে।
সুরঙ্গিণী পুরি মধ্যে উত্তরিল গিয়ে॥
মায়ে দেখি সুরঙ্গিনী লজ্জিত হইল।
মুখ তুলি পূর্ব্বগত কথা না কহিল॥
ইঙ্গিতে বুঝিল রাণী দুহিতার মন।
গোপনে দাসীরে বলে কহ প্রয়োজন॥

দাসী গিয়ে সেই কথা সুন্দরীরে কয়।
শুনিয়ে সুন্দরী হল পুলক হৃদয়॥
চিত্রপটে লেখা ছিল অবয়ব তারি।
বাহির করিল শীঘ্র নরেশ কুমারী॥
রসময়ী পত্রী সহ আছিল মিলন।
সুন্দরী লইল তাহা করিয়ে ছেদন॥
প্রতিমূর্ত্তি চিত্রপট দিল দাসী করে।
তাহা লয়ে দিল গিয়ে নৃপ বরাবরে॥
দেখিয়ে সন্তোষ রাণী প্রতিমূর্ত্তি তার।
মনে মনে ভাবে একি রূপ চমৎকার॥
সামান্য মনুষ্য বলি না ভাবয়ে মনে।
আহ্লাদে সে পট লয়ে দিলেন রাজনে॥
হেরিয়ে মুরতি মহীপতি হৃষ্ট চিত।
বিশেষ ক্ষমতা জেনে হৃদে পুলকিত॥
কেদস্থর পট লয়ে বসিয়ে সভায়।
পাত্র মিত্র সভ্যগণে ডাকিল সবায়॥
কহিতে লাগিল পরে পুত্রের বৃত্তান্ত।
হয়েছে আশ্চর্য্য যত তার আদ্য অন্ত॥
শুনি সভাসদ্ যত হইল বিস্ময়।
বলে নাহি শুনি হেন না হবে না হয়॥

মনুষ্যের কর্ম্ম এই নহে কদাচিত।
দৈবাধীন কর্ম্ম এই হইবে নিশ্চিত॥
ভূপ বলে নর বটে জেনেছি প্রকারে।
পত্র লিখি রাখি গেছে কন্যার আগারে॥
এসেছে এদেশে সেই করিতে ভ্রমণ।
এই দেখ সেই প্রতিমূর্ত্তির গঠন॥
এত বলি দিল ফেলি সভা বিদ্যমানে।
দেখি রূপ অপরূপ ভাবে সবে মনে॥
তদন্তর নৃপ কহে শুন সর্ব্বজন।
কর তত্ত্ব এনগরে সবার ভবন॥
যথায় পাইবে তার করিতে সন্ধান।
যতনে আনিবে তারে মম বিদ্যমান॥
সুকুমারী কন্যা মম অতি সুরঙ্গিণী।
তার বিভা হেতু ভাবি দিবস রজনী॥
করি তত্ত্ব কত স্থানে সুপাত্র কারণে।
নাহি মিলে যোগ্য বর সদা চিন্তা মনে॥
যদি বিধি এই জনে মিলায় সদনে।
মনোসাধে দিব তারে কন্যা রত্ন ধনে॥
এত শুনি দ্বিজ কয় নিকটে রাজার।
যে যুক্তি করেছ এই উচিত ইহার॥

দূতগণের কুমার অন্বেষণ।

হেদন্তর দাসগণ, নৃপাজ্ঞায় সর্ব্বজন,
অন্বেষণ করে সে নগরে।
সবার ভবনে ফিরি, সে জনে নাহিক হেরি,
মন দুঃখে দুঃখিত অন্তরে॥
পরে এই জনরব, পরস্পর শুনি সব,
প্রজাগণ আসি মিলে তথা।
সুধাইয়ে তা সবায়, কিছু না শুনিতে পায়,
ভাবে কিসে পাইব বারতা॥
এখানে কেতকী ধনী, শুনি এই সব বাণী,
কুমারে কহিছে বিবরণ।
কুমার শুনিয়ে কয়, কেন মাসী কর ভয়,
হবে যাহা বিধির লিখন॥
কেতকী কহিছে পুন, নাহি জানি তব গুণ,
নৃপ কিন্তু কালান্তক কাল।
আমি দুখিনী গোপিনী, ভাল মন্দ নাহি জানি,
পাছে মম ঘটয়ে জঞ্জাল॥
এই কথা দোঁহে হয়, হেন কালেতে তথায়,
উপনীত নৃপ সৈন্যগণ।

বসিয়াছে গুণাকর, যিনি কোটি শশধর,
দেখি চমকিত সর্ব্বজন॥
প্রতিমূর্ত্তি যাহা ছিল, তার সঙ্গে মিলাইল,
অভেদ সে হইল গঠন।
নিকটস্থ হয়ে তবে, যোড় কর করি সবে,
নিবেদিল কুমার সদন॥
শুন শুন মহাশয়, ভূপতির অভিপ্রায়,
তোমা দরশন করিবারে।
অতএব যুবরাজ, না করি ইহাতে ব্যাজ,
চল শীঘ্র রাজ দরবারে॥
শুনিয়ে একপ ভাষ, যাইতে ভূপের পাশ,
উল্লাসে কুমার করে বেশ।
একে রূপ চমৎকার, অধিক কি কব আর,
বর্ণনা না হয় সবিশেষ॥
চলিল দূতের সঙ্গে, ক্ষণেক মজে আতঙ্কে,
ভাবে মনে কি হবে সে গেলে।
দূর্ত্তপণা দেখি মোর, হইয়ে রাগেতে ভোর,
না জানি বা কোন খেলা খেলে॥
এখানেতে নরপতি, চিন্তায় চিন্তিত মতি,
সভাসদ্ লইয়ে সভায়।

হেন কালে ভৃত্য সঙ্গে, কুমার আসিয়ে রঙ্গে,
সভা মাঝে হইল উদয়॥
দেখি রূপ অপরূপ মনে মনে ভাবে ভূপ,
কে বটে কেমনে জানা যাবে।
দ্বিজ বুঝি অভিপ্রায়, হেসে নৃপতিরে কয়,
পরিচয় লহ টের পাবে॥

কুমারের পরিচয় এবং বিবাহ।

অনন্তরে লইয়ে কুমারে সমাদরে।
বসাইল সিংহাসনে ধরি তার করে॥
জিজ্ঞাসিল নররায় কিবা তব নাম।
কাহার তনয় তুমি কোথা তব ধাম॥
দেব যক্ষ অপ্সর কি হইবে মানব।
যে দেখি তোমার কর্ম্ম অতি অসম্ভব॥
এত শুনি নৃপসুত নৃপতিরে কয়।
দেবতা দানব নহি শুন পরিচয়॥
কাঞ্চনের অধিপতি সত্যধৃতি রায়।
সুরসেন নাম মম তাঁহার তনয়॥

দেবীদত্ত সিদ্ধ মন্ত্র আছিল আমার।
সেই বলে করি হেন আশ্চর্য্য ব্যাপার॥
পুলকিত হয়ে ভূপ শুনি পরিচয়।
মনে মনে কহে এ সামান্য ব্যক্তি নয়॥
কন্যা যোগ্য বর এই রাজার নন্দন।
শুভ দিন দেখি কন্যা করিব অর্পণ॥
তার পরে কুমারেরে কহে নৃপবর।
মম কন্যা রূপে ধন্যা তারে বিভা কর॥
শুনিয়ে কুমার মনে আনন্দ অপার।
অন্তরে আনন্দ মুখে না করে প্রচার॥
বুঝি অভিপ্রায় রায় সভায় বসিয়ে।
সভা জনে আত্মগণে কহিছে হাসিয়ে॥
শুন সবে সুরঙ্গিণী আমার বালিকা।
রূপে তার ত্রিভুবন মোহন কারিকা॥
বিভা না করিবে পূর্ব্বে ছিল তার পণ।
সম্মতি হয়েছে এবে করিতে বরণ॥
পূর্ব্বে কত নৃপসুত তার আশে আসে।
নিরাশ হইয়ে গেল মনের হুতাশে॥
এই হেতু সর্ব্বদা অসুখ ছিল মোর।
বিধাতা সদয় হয়ে ঘুচায় সে ঘোর॥

বহু অন্বেষণে পাত্র না মেলে ভুবনে।
ঈশ্বর ইচ্ছায় এবে মিলিল সদনে॥
মম মন এইক্ষণ বিভা দিব তার।
সর্ব্বজন আয়োজন করহ ইহার॥
হেন শুনে দাসগণে হইয়ে তৎপর।
নির্ম্মাইল সুশোভন স্থানে স্থানে ঘর॥
ছালঝিা দপণে ভিত্তি করিল মণ্ডিত।
কত ছবি যিনি রবি তাহাতে খচিত॥
সিনেকারি সারি সারি করা সুবিস্তার।
স্থানে স্থানে শোভা পায় ঝাড় চকৎকার॥
সুকোমল মখ্মল পাতে ধরাতলে।
খাদ্য দ্রব্য নানাবিধ রাখে স্থলে স্থলে॥
সাসি দ্বারা সব দ্বার অতি সুশোভন।
কত আর কব তার করিয়ে বর্ণন॥
তৎপরে তৎপর হয়ে দূতগণ গিয়ে।
বাদ্যকর বহুতর আনিল ডাকিয়ে॥
স্থানে স্থানে কোন জনে পত্র লয়ে গেল।
নিমন্ত্রণ পেয়ে সবে আসিতে লাগিল॥
বাই ভাঁড় নট আদি আসি কত জন।
গীত বাদ্য মহোৎসব করে সর্ব্বক্ষণ॥

নহবত্ নানা মত বাজে দিবা নিশি।
বাজে ঢোল কিবা রোল সুমধুর বাঁশী ॥
বেণু বীণা শব্দ বিনা নাহি শুনি বাণী।
ঘড়ি ঘড়ি বাজে ঘড়ি সাধ্য কি বাখানি ॥
আহ্লাদে হইয়ে মগ্ন নৃপতির মন।
শুভ দিনে শুভ লগ্ন কৈল নিরূপণ ॥
কন্যা পাত্র দোঁহাকারে বসায়ে আসনে।
তইল হরিদ্রা আদি মাখায় যতনে ॥
তীর্থ জল আনি দোঁহে স্নান করাইল।
নানাবিধ আভরণ অঙ্গে পরাইল ॥
সখী সবে মহোৎসবে নিমগ্ন হইয়ে।
মনোসাধে সাজাইছে নৃপের তনয়ে ॥
অলকা তিলকা দিল যা যেখানে সাজে।
তারা মাঝ দ্বিজরাজ যেমন বিরাজে ॥
যেমন নায়িকা যোগ্য নায়ক তেমন।
যেই অঙ্গে যাহা সাজে দিল সেইক্ষণ ॥
তদন্তরে কুমারেরে বসায়ে আসনে।
স্ত্রী আচার ব্যবহার করে রামাগণে ॥
তার পর নৃপবর শুভক্ষণ করি।
করে করে কুমারেরে সঁপিল কুমারী ॥

সখী মেলি হুলাহুলি আনন্দ অপার।
বাদ্য ভাণ্ড মহাকাণ্ড আশ্চর্য্য ব্যাপার॥
এই রূপ দিল ভূপ বিভা বিধি মত।
দীন দ্বিজ করে ইহা সংক্ষেপে রচিত॥

রামাগণের পরিহাস।

সখীগণ ভদন্তরে, পরিহাস করিবারে,
বাসরেতে করিল গমন।
ভবনের শোভা করি, বসিলেন সারি সারি,
বুঝিবারে রসিক রতন॥
একে সে মোহন রূপ, আর তাহে রসকূপ,
দেখি মন্মথেতে মজে সবে।
এক চিত্তে নিরীক্ষণ, করি রঙ্গে সর্ব্বজন,
ভাবে সবে কিবা কথা কবে॥
পরে ধনীর সঙ্গিনী, হাসি হাসি কহে বাণী,
মনোচোর এই জন বটে।
আর কোথা পলাইবে, আছে সবে বুঝা যাবে,
যদি আজি পেয়েছি নিকটে॥
কোন জন হাসি কয়, দেখি বড় ভয় হয়,
পাছে মন করয়ে হরণ।

চোর সঙ্গে আলাপন, নাহি করে কোন জন,
পূর্ব্বাপর কহে সাধুজন ।।
আর জন হাসি কয়, যা কহিলে মিথ্যা নয়,
আর না সাজিবে সে চাতুরী ।
কিছু ভয় নাহি আর, ইহার যে সুবিচার,
করিবেন নরেশকুমারী ॥
শুনি কথা রসরাজ, না করিয়ে ক্ষণ ব্যাজ,
মৃদু হাসি কহেন তখন ।
হেন বিপরীত ভাব, শুনিয়ে লাগে তরাস,
চোর বল না বুঝি কারণ ।।
এক বার দেখি যায়, প্রাণ মন সব যায়,
তার মন কে হরিতে পারে ।
শশধরে মৃগ অঙ্ক, সেই রূপ এ কলঙ্ক,
দেখ সবে বিবেচনা করে ।।
তবে যে মন্ত্রণা করে, রাজকন্যা পাশে মোরে,
মন্ত্রণা দিবে কি অতিশয় ।
আছি তাহে উপনীত, যাহা আছে মনোনীত,
কর তাহা যাহা মনে লয় ।।
বাঁধি হৃদ কারাগারে, না হয় রাখুন মোরে,
হানুন কটাক্ষ তীক্ষ্ণ বাণ ।

নহে প্রেম রজ্জু বেড়ি, দেন মোর হাতে দড়ি,
হৃদে দেন ও কুচ পাষাণ ॥
কিঙ্কর হইলে পরে, তারে ক্ষমা সবে করে,
সর্ব্বত্রেতে এই ব্যবহার।
না জানি এ দেশাচার, কি আচার কি বিচার,
ইচ্ছা যেই কর সে প্রকার ॥
শুনি এসকল বাণী, হাসিলে নৃপনন্দিনী,
মনে মনে করে বিবেচনা।
যে মোর মানস ছিল, বিধি তাহা মিলাইল,
কিন্তু এক আছয়ে বাসনা ॥
গোপনে যখন মোরে, ছলি গেল ছলা করে,
জানাইয়ে গুণ আপনার।
তাহে মম পরিচয়, না পাইল রসময়,
আজি আমি সুধিব সে ধার ॥
হেন স্থির করি মনে, কহে সখী সম্বোধনে,
শুন সবে বচন আমার।
উত্তরে উত্তর দিতে, দোষ নাহি কোন মতে,
বিধিমতে বিধি বিধাতার ॥
সামান্য ধনের চোরে, রাখে সবে কারাগারে,
পদে বেড়ি বেড়ি দিয়া তায়।

এচোরে উচিত নেই, সে রূপ যদি বা দেই,
প্রেমোদয়ে হবে প্রেমদায় ॥
যে ছিল আমার পণ, মিলেছে ত নৃপধন,
রসিক না হয়ে রাজি কর।
বিধির যা বিধি থাকে, অবশ্য তা ঘটে তাকে,
সাক্ষী কালিদাস কবিবর ॥
তবে যদি সবে বল, পত্রে কাব্য কিসে হল,
সে সব পরের উপদেশ।
যন্ত্র মন্ত্র বশে হেন, মজেছে আমার মন,
এক্ষণে সে বাক্য সবিশেষ ॥
শুনি যত সখী কয়, সত্য বটে মিথ্যা নয়,
ব্যাধে কোথা বুঝে পিক স্বর।
সংসারে রমণী ধন, রসিক অঙ্গ ভূষণ,
ইথে সবে করে হতাদর ॥
দেখিতে সুসভ্য হলে, কাব্য রস না থাকিলে,
তবে বৃথা নব্য কাল তার।
এইরূপ ব্যঙ্গ বাণী, কহিছে যতেক ধনী,
শুনি কথা কহিছে কুমার ॥
বুঝিলে ত সখীগণ, যেমন চোরের মন,
বলে রাখ হৃদি কারাগারে।

ইথে ভাবে বুঝা যায়, আছে কোন অভিপ্রায়,
চোর মর্ম্ম কে বুঝিতে পারে ॥
আছে পূর্ব্বাপর চোরে, রাখে সবে বন্দী করে,
এচোরে উচিত সেই দণ্ড।
কিন্তু হৃদি মাঝে মম, যে ধন আছে উত্তম,
পাছে হন হরিতে প্রচণ্ড ॥
হরিলে পরের ধন, জানিতে চোরের মন,
কি বিশ্বাসে রাখি ধনাগারে।
নারীর সর্ব্বস্ব ধন, হৃদে তা আছে স্থাপন,
যদি চোর চুরি করে তারে ॥
অতএব চোরে সখি, নয়নে নয়নে রাখি,
ক্ষণ মাত্র না হবে বিচ্ছেদ।
তবে হবে ধনাদায়, ঘুচিবে সকল দায়,
মিলনের হইবে প্রভেদ ॥
এই রূপ ব্যঙ্গ বাণী, শুনি তবে গুণমণি,
রসিক রমণী প্রতি কয়।
এসেছি সুখের তরে, নয়ন প্রহরী করে,
মনোচোর দণ্ড যোগ্য নয় ॥
না হয় হে ভুজ পাশে, বাঁধি রাখ নিজবাসে,
সেও ভাল দণ্ড যে আমার।

রসনা যে রস চায়, বাঁধ তারে রসনায়,
এই দণ্ড উচিত তোমার ॥
একরূপ কৌতুক দেখে, সখীগণ মনোসুখে,
প্রশংসিয়ে নাগরে তখন।
অর্দ্ধেক রজনী গত, ভাবে ভাব মনোগত,
ক্রমে সবে করিল গমন ॥
বিরল পেয়ে দুজনে, উভয়ে সন্তোষ মনে,
স্বকার্য্য সাধিতে হল মন।
দ্বিজ নিজ ভাবে কয়, বিফলে যামিনী যায়,
বাঞ্ছা পূর্ণ কর এই ক্ষণ ॥

নায়ক নায়িকার বিহার।

তদন্তরে দুইজনে পালঙ্কে বসিয়ে।
খায় মিঠা পান গন্ধে আমোদিতে হিয়ে ॥
খিলি পূর্ণ করি কত রাখে সহচরী।
রাখিল চন্দন চুয়া কেশর কস্তুরী ॥
ক্ষীর চিনি মিছরি সন্দেশ নানা মত।
সীতল গঙ্গার জল কর্পূর বাসিত ॥
নানাজাতি পুষ্প মাল্য রাখে সাজাইয়ে।
সে সৌরবে মধুকর আইল মাতিয়ে ॥

পিক সব কুহুরব করিতে লাগিল।
শুনি দোঁহাকার মন মোহিত হইল॥
তবে সখীগণে ধনী করিল ইঙ্গিত।
আরম্ভ করিল গীত বাদ্যের সহিত॥
মধুর মৃদঙ্গ বাজে আর নানা যন্ত্র।
মিলাইয়ে তাল মান আলাপে বসন্ত॥
মন্দিরা বাজায় কেহ বাজায় তম্বুরা।
বীনা বংশী আদি করি বাজে সপ্তসরা॥
সঙ্গীতে পণ্ডিত রায় হারাইয়ে জ্ঞান।
সখী সঙ্গে মনোরঙ্গে আরম্ভিল গান॥
শুনি ধনী মোহিত হইয়ে গায় গান।
বীনাস্বরে প্রতিস্বরে মিলাইয়ে তান॥
দোঁহাকার স্বরে স্মর হৃদয় ভেদিল।
ছাড়ি গীত স্মরহিত আরম্ভ করিল॥
দেখি সখীগণ যন্ত্র তন্ত্র ফেলাইয়ে।
লাজে স্থানান্তরে সবে গেল পলাইয়ে॥
লজ্জা শিরে বজ্র ভবে হানি দুইজন।
সাধিতে স্মরের কর্ম্ম সমর্পিল মন॥
ঘন ঘন অবিলম্ব নিতম্ব তুলিছে।
ঘন ঘন চরণেতে ঘুঙ্গুর বাজিছে॥

আবেশে অবশ অঙ্গ ছাঁদি ভুজদ্বয়।
চন্দ্রাননে চন্দ্রানন কিবা সুখোদয়॥
কামের সাগর তবে প্রেমে উথলিল।
মন্থন দণ্ডেতে রায় মথিতে লাগিল॥
লজ্জা পেয়ে লজ্জা তবে কোথা পালাইল।
ভয় ভেঙ্গে ভয় তবে অভয় পাইল॥
চন্দ্রাননে হেরি সুধা আনন্দ অপার।
মনের আবেশে পান করিছে কুমার॥
নাগর সাগর মন্থে করি সুধাজ্ঞান।
অমনি তুলিয়ে ধনী মুখে দিল পান॥
স্থির দেখি নয়নে নয়ন সে সময়।
নিবাইল কামানল জলে জলময়॥
বিধিমতে কাম ব্রত করি উজ্জাগন।
শ্রান্তে দোঁহে নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন॥
দ্বিজ নিজ ভাবে তবে দোঁহাকারে কয়।
প্রথমে এতেক প্রেম বহু দুঃখে হয়॥

কুমারের স্বদেশ গমনোদ্যোগ।

কিছু দিন এই মত, থাকে সদা সুখে রত,
রসিকেরে লইয়ে কামিনী।

যতেক আছিল খেদ, সে সব হইল ছেদ,
নিত্য সুখে বঞ্চয়ে যামিনী॥
এইরূপে সকৌতুকে, মজিয়ে অশেষ সুখে,
প্রেমে বদ্ধ হ'ল দুইজন।
উভয়ে উভয় প্রাণ, পলকে প্রলয় জ্ঞান,
এক তিল বিনা দরশন॥
দোঁহে দোঁহা চাহি রয়, ক্ষণ মাত্র ছাড়া নয়,
নাহি চায় মুদিতে নয়ন।
নির্জনে পালঙ্কোপরে, এমতে দোঁহে বিহরে,
স্থানান্তর রহে সখীগণ॥
এ প্রকারে রসময়, বঞ্চিয়ে শ্বশুরালয়,
ব্যগ্র চিত্ত হইল অধিক।
মনে ভাবে দেশ ছাড়া, আর ভ্রাতাগণে হারা,
সুখ ভোগে আছি মোরে ধিক॥
এই সব চিন্তাযুত, হইয়ে নরেন্দ্রসুত,
মনে মনে করে বিবেচনা।
কৌশলে সবারে বলি, যাইব দেশেতে চলি,
সিদ্ধ করি মনের কামনা॥
তবে উঠি প্রত্যূষেতে, গিয়ে নৃপ সমীপেতে,
সবিনয়ে কর জোড়ে কয়।

মনেতে করেছি আশ, যাইব আপন বাস,
অনুগ্রহে যদি আজ্ঞা হয়॥
গৃহে মম পিতা মাতা, আছে সবে চিন্তান্বিতা,
ছলে মাত্র এসেছি বিদেশ।
নাহি দেখি সে সবায়, সর্ব্বদা চঞ্চল কায়,
স্থির নয় কি কব বিশেষ॥
আর এক অভিপ্রায়, সঙ্গে তব দুহিতায়,
লয়ে যাব আপন ভবনে।
শুনি জামাতার বাণী, সচিন্তিত নৃপমণি,
কহিছেন সজল নয়নে॥
সবে মাত্র এক কন্যে, দোসর নাহিক অন্যে
পুত্রাধিক পেয়েছি তোমারে।
তোমা দোঁহা ত্যাগ করি, রহিব এপ্রাণ ধরি,
কেমনে বল না এ সংসারে॥
এইরূপে নর রায়, কহি বহু জামাতায়,
পরে হল পাঠাতে সম্মতি।
ডাকি যত আত্ম জনে, আর সেনাধ্যক্ষগণে,
সবিশেষ কহেন ভূপতি॥
কন্যা আর জামাতায়, যাবে দোঁহে নিজালয়,
আয়োজন কর সে তাবত্।

যে আজ্ঞা বলিয়ে যায়, দিয়ে দূতগণ ধায়,
চতুর্দ্দিগে ধায় শত শত ॥
আনিল জাহাজ কত, বজ্‌রা পিনিশ শত,
শুলুফ ভাউলে অগণন।
হয়ে অতি ত্বরান্বিত, আনিলেক মনোনীত,
গতি বেগে যেমন পবন ॥
নানা বিধ খাদ্য দ্রব্য, চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়,
করিলেক পরিপূর্ণ তরী।
দাঁড়ি মাজী করি সাজ, মস্তকে পরিয়ে তাজ,
পতাকা তুলিল যাত্রা করি ॥
জামাতা যৌতুক আদি, দিল নানা রত্ন নিধি,
বস্ত্র দ্রব্য ভুবন রঞ্জন।
ভূষণ মাণিক হার, কি কব বিস্তার তার,
প্রবালাদি রজত কাঞ্চন ॥
দাস দাসী কত জন, সঙ্গেতে দিল রাজন,
তবে যাত্রা করে শুভক্ষণে।
পরে গিয়ে সুধামুখী, ছল ছল করি আঁখি,
প্রণমিল জননী চরণে ॥
বলে মা কর বিদায়, যাইব শ্বশুরালয়,
শুনি রাণী বিষাদিত মন।

কেমনে পাঠাব আমি, দরিদ্রের ধন তুমি,
প্রাণ ধন নয়ন অঞ্জন ॥
দ্বিজ গিয়ে কহে বাণী, শুন ওগো রাজ রাণি,
কেন খেদ কর অকারণ।
দেখ তুমি সর্ব্ব স্থল, কোথায় শুনেছ বল,
পিত্রালয়ে কন্যার শোভন ॥

নায়ক নায়িকার বিদায় ও উদয় নগরে উপস্থিত।

এই রূপ খেদ রাণী করিল বিস্তর।
তনয়ারে সুসজ্জিত করে তদন্তর ॥
হরিদ্রা মাখায়ে অঙ্গে দিল আভরণ।
আল্‌তা চরণে দিল দেখিতে শোভন ॥
খাদ্য দ্রব্য নানা বিধ করায়ে ভোজন।
কন্যারে পাঠাল রাণী চুম্বিয়ে বদন ॥
তবে পিতা মাতা পদে প্রণমিয়ে ধনী।
স্বামির সহিত চলে যথায় তরণী ॥
শুভক্ষণে দুই জনে আরোহিতে তরি।
অমনি দামামা ডঙ্কা উঠিল লহরী ॥

দাস দাসী সৈন্যগণ করে মহারোল।
শব্দেতে না পায় কেহ শুনিবারে বোল ॥
খুলিল জাহাজ তবে ছাড়ি সেই দেশ।
কত শত নগর ছাড়িল অবশেষ ॥
এমতে যাইতে পথে কিছু দিন পরে।
উপনীত হল গিয়ে উদয় নগরে ॥
বেলা অবসানে তবে অশ্ব আরোহণে।
সুসজ্জিত হয়ে রায় গেলেন ভ্রমণে ॥
তার পরে সে নগরে স্থানে স্থানে ফিরি।
দেখিল অপূর্ব্ব এক সুনির্ম্মিত পুরি ॥
প্রস্তরেতে সব গৃহ দ্বার সুনির্ম্মিত।
পুষ্পোদ্যান স্থানে স্থানে আছয়ে রচিত ॥
এইরূপ শোভা দেখি নরেশ নন্দন।
আপন জাহাজে পরে করিল গমন ॥
পথে যেতে স্বচক্ষে করিল দরশন।
রাজ পথে চলে যায় কারাবাসীগণ ॥
তার মধ্যে দেখে তার ছয় সহোদর।
বুঝিতে না পারে মর্ম্ম ভাবিত অন্তর ॥
কি মতে এমত কর্ম্ম হবে তা সবার।
মনে ভাবে ভ্রমে বুঝি দেখি এপ্রকার ॥

এইরূপ বিবেচিয়ে নিকটে আইল।
দেখি সবাকার দশা খেদ উপজিল॥
পরস্পর সবে সবে করি নিরীক্ষণ।
অস্থির হইয়ে সবে করয়ে রোদন॥
বহু দিন পরে সেই বিচ্ছেদ অনল।
মিলনে হইল আরো দ্বিগুণ প্রবল॥
এ প্রকারে সবে মেলি ধৈর্য্য নাহি ধরে।
শোকেতে নিমগ্ন হয়ে হাহাকার করে॥
পরে সে রক্ষকগণে বস্ত্র রত্ন দিয়ে।
আপন জাহাজে গেল সবারে লইয়ে॥
চিরদিন বিচ্ছেদেতে যে সব অনল।
শোকানলে আঁখি জলে নিভায় সকল॥
তদন্তরে কুমার সবায় সুধাইল।
বল শুনি এদুর্ঘট কেমনে ঘটিল॥
সুমিষ্ট বাক্যেতে তবে ছয় সহদরে।
আদ্য অন্ত সমাচার কহে কুমারেরে॥
যে রূপে রাক্ষসী শব্দে অরণ্যে পশিল।
একে একে সে সকল বৃত্তান্ত কহিল॥
যেহেতুতে কারাবাস হয়েছে সবার।
একে একে সমুদয় কহে সমাচার॥

আশ্চর্য্য মানিল শুনি সবার বচন ।
পরে আপনার মত কহে বিবরণ ॥
তার পরে সবাকারে যত্নেতে কুমার ।
খাদ্য দ্রব্য নানা বিধ করান আহার ॥
এই সব মহানন্দ সবে কেলি করে ।
ইতি মধ্যে কারাধ্যক্ষ আইল সত্বরে ॥
বলে মহাশয় আমা সবে কৃপা করি ।
দেহ ছয় কারাবাসী হইল সর্ব্বরী ॥
শুনি কথা নৃপসুত তা সবারে কয় ।
অদ্য নিশি রাখি যাক হইয়ে সদয় ॥
এত বলি পুনরায় বহু ধন দিল ।
সন্তুষ্ট হইয়ে সবে বিদায় হইল ॥
তবে সবে এক ভাবে একত্র হইয়ে ।
সুখেতে বঞ্চায়ে নিশি কৌতুক করিয়ে ॥
নিশি শেষ করি পরে ভাই সাত জন ।
প্রভাতে উঠিল স্মরি শ্রীদুর্গা চরণ ॥
নিত্য যত কর্ম্ম তবে করি সমাধান ।
কুমার বসিয়ে ভাবে সবার বিধান ॥
কি প্রকারে এসবারে করিব উদ্ধার ।
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে কিছু নাপাই ইহার ॥

ইতোমধ্যে কারাধ্যক্ষ আসি সেই স্থলে
যোড় করে কুমারেরে সকরুণে বলে ॥
দেহ ছয় কারাবাসী দয়া করি সবে।
নচেত শুনিলে ভূপ মোর প্রাণ লবে ॥
শুনি বাণী অমনি প্রণমি ছয়জনে।
মিনতি পূর্ব্বক সবে কহে সকরুণে ॥
যাহা অদ্য মম সাধ্য কি বা আছে আর
আজি কালি মধ্যে আমি করিব উদ্ধার ॥
এত বলি কারাধ্যক্ষগণেরে ডাকিয়ে।
হাতে ধরি সবাকারে দিল সমর্পিয়ে ॥
সন্তোষে কহিল পরে নরেশ নন্দন।
রাখিবে এসবাকারে করিয়ে যতন ॥
নিত্য আনি দেখা করাইবে একবার।
বহু ধনে তোমারে করিব পুরস্কার ॥
একথা শুনিয়ে সবে যে আজ্ঞা বলিয়ে।
সঙ্গে ছয় সহোদরে চলিল লইয়ে ॥
অনন্তরে কুমার ভাবিত মনে মনে।
কি প্রকারে এসবারে উদ্ধারি কেমনে ॥
দ্বিজ বলে কেন ভাব রাজার নন্দন।
মন্ত্র বলে আছে তব অসাধ্য সাধন ॥

তা সবার রূপ, নাহিক স্বরূপ,
অনুপম ত্রিজগতে।
একেতো রূপসী, তাহাতে ষোড়শী,
বসিয়াছে পালঙ্কেতে ॥
দেখিয়ে কামিনী, জগত মোহিনী,
মোহিত হইল মন।
বলে কি প্রকারে, চিনি এসবারে,
কি রূপে হবে মিলন ॥
এত ভাবি রায়, চাতকের প্রায়,
দেখা দিল সবাকারে।
ক্ষণকাল পরে, চলিল সত্বরে,
আপন জাহাজ পরে ॥
হেতো রূপ হেরি, সে সপ্ত সুন্দরী,
অবশ হইয়ে অঙ্গে।
ধরাতলে পড়ি, যায় গড়াগড়ি,
শরীর মজে অনঙ্গে ॥
দেখি যত দাসী, দ্রুতগতি আসি,
ধরাধরি করি তোলে।
কি হল কি হল, বলি সখীদল,
সকলে করিল কোলে ॥

রাজার কুমারী, সে সপ্ত সুন্দরী,
কহে সবে মৃদুস্বরে।
বিচ্ছেদ আকার, আমা সবাকার,
শরীর ভেদিল শরে॥
যৌবন সাগর, অপার দুস্তার,
আমরা তরণী ক্ষীণ।
বাঁচিব কেমনে, বিরহ আগুণে,
হইয়ে নাবিক হীন॥
শুনি সখীগণ, করে নিবেদন,
ধৈর্য্য হও রাজবালা।
ধৈর্য্য হলে পরে, মিলিবেক তারে,
অবশ্য ঘুচিবে জ্বালা॥
এই কথা শুনি, নরেশ নন্দিনী,
মনে মনে বসি ভাবে।
দ্বিজ বলে তবে, কেন ভাব সবে,
আজি কালি মধ্যে পাবে॥

কুমারের অদর্শনে কুমারীগণের খেদ।

এমতে সকলে বিমনা হয়ে।
পাইব কেমনে ভাবে বসিয়ে॥
রাজার দুহিতা মোরা সকলে।
তবে কেন হেন ঘটে কপালে॥
যাহার শাসনে সমনে ডরে।
তাহার ভবনে কি আসিবে নরে॥
যে হক সে হবে আ মরি মরি।
প্রাণেতে বাঁচিমে পুন না হেরি॥
কি করি কি করি রহিবে মান।
একে নারী নারি রাখিতে প্রাণ॥
স্ত্রীর পতি বিনা গতি কি আন।
বাঁচাও না বাঁচা এক সমান॥
কামিনীর তারা আঁখি পতি।
তারা হিন জন নাহিক গতি॥
সহেনা যাতনা আ মরি মরি।
গরল খাইব মনেতে করি॥

এখনি আমরা প্রাণ তেজিব।
অনলের মুখে আজি পড়িব॥
এরূপে করিতে আক্ষেপ ধ্বনি।
বুঝাইল তারে যত রমণি॥
এমত দেখিয়ে সে সখী দলে।
স্নানাহার সবে করায় বলে॥
এখানে রসিক গিয়ে ত্বরিতে।
রসিক গণেরে লাগে ভাবিতে॥
ক্ষণ কাল পরে রাজ কুমার।
স্নানাদি করিয়ে করে আহার॥
এমত কালে ছয় ভ্রাতাসনে।
আইল তথায় রক্ষকগণে॥
দেখিয়ে কুমার হর্ষিত হয়ে।
নানা দ্রব্য সবে ভুঞ্জায় লয়ে॥
পরেতে সকলে বিদায় হয়ে।
কারাধ্যক্ষ সনে গেল চলিয়ে॥
দেখিয়ে এমত দৃষ্ট ঘটনা।
দ্বিজের মনেতে হল ভাবনা॥

সর্ব্ব কনিষ্ঠা কুমারীর সহিত কুমারের সাক্ষাৎ।

নানা মতে ভাবি তবে নরেশ নন্দন।
বেলা অবসানে চলে করিতে ভ্রমণ॥
রাজ পথে চলি যায় হয়ে সুসজ্জিত।
আশ্চর্য্য শুনহ তাকে দৈবের ঘটিত॥
নরেশ নন্দিনী মধ্যে কনিষ্ঠা যে জন।
সবে হতে শ্রেষ্ঠ রূপে সুদৃশ্য গঠন॥
যে অবধি কুমারে সে দেখিছে নয়নে।
দিবা নিশি ভাবে বসি আপনার মনে॥
ঝর ঝর ধারা বহে নয়নেতে তার।
বিরহ জ্বালাতে সদা দেখেছে আঁধার॥
সুখ সজ্জা আর কিছু মনে নাহি লয়।
এলাইত কেশে পড়ি ধরা তলে রয়॥
যে জন কখন কোন জানে না বেদনা।
তারে সহ্য কোথা হয় বিরহ যাতনা॥
তাহাতে বসন্ত কাল কুটিল কোকিল।
ভসিল মসিল দায় দন্তে লাগে খিল॥

এরূপ অধৈর্য্য হয়ে বেলা অবসানে।
গবাক্ষের দ্বারে বসি চায় পথ পানে॥
হেন কালে সেই পথে রসিক রতন।
অশ্বারূঢ়ে চলি যায় কৈল নিরীক্ষণ॥
যে রূপ অন্তরে ভাবে মন্মথমোহিনী।
সে রূপ অন্তরে দেখি আহ্লাদিত ধনী॥
কুমার তাহারে পরে করি নিরীক্ষণ।
হইল তাহার রূপ তরঙ্গে মগন॥
মিলন সলিল আশা মন মধ্যে করি।
উভয়ে রহিল উভয়ের পানে হেরি॥
দ্বিজ পুলকিত হয়ে কহিছে দোঁহায়।
পূরাও যার যা বাঞ্ছা এইত সময়॥

কুমারকে রাজ কুমারীর নিজ ভবনে আনয়নের পরামর্শ।

দেখি দোঁহে দুই জন, মন হল উচাটন,
কামিনী অধিক ব্যস্ত তায়।
গিয়ে নিজ সখী পাশে, অতি মৃদু মৃদু ভাষে,
বিবরণ কহে সমুদায়॥

ঐ দেখ সহচরি, মম মন চুরি করি,
যায় সেই পুরুষ রতন।
সখী শীঘ্র গতি যাও, সঙ্গোপনে বার্ত্তা লও,
কিবা নাম কোথা নিকেতন॥
আছে কোথা বাসা করি, আপন চক্ষেতে হেরি,
এসে বল মম সন্নিধানে।
শুনি সখী এবচন, করিল শীঘ্র গমন,
নৃপের নন্দন যেই স্থানে॥
করি কত সবিনয়, কহে কহ মহাশয়,
কিবা নাম কোথায় নিবাস।
আছ কোথা করি বাসা, কহ মরে সত্য ভাষা,
অভিলাষ করিয়ে প্রকাশ॥
আশয় বুঝিয়ে তার, তদন্তরে সে কুমার,
কহিতেছে সখীর সদন।
যে ভাবে এসেছ তুমি, সে ভাবনা ভাবি আমি,
পরিচয় করহ শ্রবণ॥
বঙ্গাধিক্য মম ধাম, সুরসেন ধরি নাম,
অবিশ্রাম ভ্রমি নানা দেশ।
অনেক নগর ফিরি, বাহন করিয়ে তরি,
এনগরে আসি অবশেষ॥

করেছি নৌকায় বাসা, শুনি এ আশ্চর্য্য ভাষা,
আমি মাত্র জানিতে কারণ।
কি কব কার প্রকাশ, মনে যাহা অভিলাষ,
রেখেছি তা করিয়ে ধারণ॥
শুনি দাসী পুন কয়, শুন গুণ রসময়,
কিবা ভয় কর্‌চ্ছ আপনি।
তব যাহা অভিপ্রায়, বুঝেছি তা সমুদায়,
আমি মিলাইব গুণমণি॥
এরূপ কুমারে বলি, দ্রুত গতি যায় চলি,
যথায় আছেন রাজসুতা।
যতেক কর্ণে শুনিল, সব গিয়ে নিবেদিল,
হইয়ে পরম হর্ষ যুতা॥
শুনিয়ে এসব বাণী, পুন তারে কহে ধনী,
যাহ সখী আন গিয়ে তারে।
করি তাঁরে দরশন, কব সব বিবরণ,
যে রূপে পাবেন মো সবারে॥
শুনি সখী কর যোড়ে, কহে ধনী বরাবরে,
একি কথা কহ ঠাকুরাণি।
যে পুরে শমন ডরে, কেমনে আসিবে নরে,
ভয় হয় শুনি তব বাণী॥

পরে শুনি ধনি কয়, কেন তব এত ভয়,
অসীম নাসীমা হয় যাঁর।
দ্বিজ বলে হেন জনে, অসাধ্য কি ত্রিভুবনে,
তিনি ভাবিবেন পথ তার॥

কুমারের কুমারী সদনে উপনীত।

এতেক শুনিয়ে সখী যায় চলি দ্রুত।
যথায় নরেন্দ্র সুত তথা উপনিত॥
কুমারীর বিবরণ কহিল সকল।
যেতে হবে রসরাজ শীঘ্র চল চল॥
শুনি বাণী অমনি সখীরে কহে রায়।
যাহ অগ্রে কহ তারে যাইব তথায়॥
এত বলি দূতীরে বিদায় করি দিল।
মন্ত্র পড়ি পাছে পাছে কুমার চলিল॥
এখানে সুন্দরী আশা পথ চেয়ে ছিল।
হেন কালে পূর্ব্বমত কুমারে দেখিল॥
তবে সুবদনি ধনী তখনি উঠিয়ে।
বসাইল সমাদরে নাগরে লইয়ে॥

নাগরের মনঃ প্রাণ করিতে হরণ।
সুধামুখী সুধাসম কহিছে বচন॥
ত্যজি লাজ রসরাজ কহি হে তোমারে।
দেখা দিয়ে কটাক্ষেতে বধহ আমারে॥
যে দিনে আমরা সবে দেখেছি তোমায়।
বিশেষ ব্যথিত তায় হয়েছে হৃদয়॥
নতুবা কখন কেবা রমণী হইয়ে।
অগ্রে কথা কহে কোথা পুরুষে ডাকিয়ে॥
তবে আর অধিনীরে কেন হে নিদয়।
আজ্ঞা কর পরে মালা দিব মহাশয়॥
তদন্তরে কুমার ভাবিয়ে মনে মনে।
বুঝিল বিবাহ নহে উচিত এক্ষণে॥
লুকায়ে করিব কার্য্য ব্যক্ত হবে শেষে।
অপযশ ঘটিবে কলঙ্ক দেশে দেশে॥
বিশেষত কারা বদ্ধ আছে ভ্রাতাগণ।
তা সবারে কোন ছলে করিব মোচন॥
এক্ষণে উচিত এই সম্মতি লইয়ে।
বিবাহ করিব পরে প্রতিজ্ঞা পুরিয়ে॥
তাহাতে হইবে মোর সর্ব্বত্রেতে যশ।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হবে এ মোর মানস॥

এত ভাবি কামিনীরে কহে রসময়।
সে কহিলে হেন কর্ম্ম কভু ভাল নয়॥
সেহেতু ভূপের পণ অগ্রাহ্য করিয়ে।
বরিবে আমারে তুমি কামে মত্ত হয়ে॥
সেহেতু উদ্দেশ বলি দাও হে আমারে।
যাহাতে চিনিতে পারি তোমা সবাকারে॥
শুনিয়ে আহ্লাদে মগ্ন হইয়ে অশেষ।
বিবাহ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কহে উপদেশ॥
শুন হে রসিক রাজ মো সবার পণ।
একাকৃতি আছি মোরা ভগ্নী সপ্ত জন।
যে দিনে চিনিতে তুমি যাবে রাজ বাসে।
শ্রেণীবদ্ধ সবে রব সবাকার পাশে॥
মম পাসে মম জ্যেষ্ঠ শুন ওহে রায়।
এ প্রকারে রব তাহে নাহিক সংশয়॥
বিস্মৃতি না হয়ে থেক নিম্নভাগে হেরি।
মৃত্তিকা খুঁড়িব পদ অঙ্গুলিতে করি॥
ইহাতে বুঝিবে সখা যে যেখানে রবে।
দ্বিজ বলে আর তব বলিতে না হবে॥

কুমারকে কুমারী পরামর্শ দেন।

উপদেশ পেয়ে রায় চাহিল বিদায়।
কথা শুনি ভাবে ধনী বিচ্ছেদের দায়॥
কহিছে করুণা করি হয়ে সকাতর।
অধিক কি কব আর শুন হে নাগর॥
প্রাণ পণ করি তবে পেয়েছি তোমায়।
কি রূপে হে কোন প্রাণে করিব বিদায়॥
আর কিছু ক্ষণ থাক করি নিরীক্ষণ।
আঁখি স্থির হলে প্রাণ করিবে গমন॥
আমি কি বলিব তবে যে হয় উচিত।
বুঝে সুঝে কর যাহা হয় সুবিহিত॥
কি দিব বিদায় আর করি অনুমান।
সবে ধন ছিল প্রাণ করিয়াছি দান॥
প্রাণ রূপ পক্ষী তব সঙ্গেতে চলিল।
এদেহ পিঞ্জর মাত্র পড়িয়ে রহিল॥
এমত করুণা বাক্যে নাগরে তুষিয়ে।
বিদায় করিল শেষে কাতর হইয়ে॥

ত্বরিত গমনে তবে রসিক রতন।
আপন জাহাজে পরে করিল গমন॥
পর দিন প্রভাতে ফিরিয়ে নিজবেশ।
ভূপের ভবনে গিয়ে উত্তরিল শেষ॥
আনি নীত উপনীত যথা ঘণ্টা ছিল।
কুমার ধরিয়ে তাকে ঘন বাজাইল॥
সেই ধনী নৃপমণি শুনিয়ে শ্রবণে।
দাস এক পাঠালেন কুমার সদনে॥
যোড় করে কুমারের করি সমাদর।
বলে চল মহাশয় ভূপের গোচর॥
শুনিতে মাত্র নৃপসুত ভাবি রাজনীত।
ভাবে ভৃত্য বাক্যে মম যাও অনুচিত॥
তদন্তর কুমারে এসব বিবেচিয়ে।
পায়চারি করি ফের বাক্য না কহিয়ে॥
না বুঝিয়া মর্ম্ম কিছু দাস সেই জন।
যাইয়ে ভূপের পাশে কহে বিবরণ॥
বুদ্ধিমন্ত নরকান্ত বুঝিয়ে তাহায়।
প্রেরণ করিল এক মন্ত্রীরে তথায়॥
জ্ঞানবান মন্ত্রিবর বিচক্ষণ অতি।
নৃপসুত রূপ দেখি হল হৃষ্ট মতি॥

পরে বহু সমাদরে তুষি মিষ্ট ভাষে।
কুমারে লইয়ে গেল ভূপতির পাশে॥
নরেশ দেখিয়ে রূপ প্রশংসি বিস্তর।
সম্ভাষণ করি বহু করে সমাদর॥
পরে পরিচয় পেয়ে আহ্লাদিত মনে।
যত্ন করি বসাইল রত্ন সিংহাসনে॥
আনে নানা খাদ্য দ্রব্য করি আহরণ।
কত কব নাম তার কে করে বর্ণন॥
কত মত এপ্রকার করি আয়োজন।
নরেশ কুমার তবে করেন ভোজন॥
তদন্তর কুমারে কহিছে নর রায়।
আপনার মন গত যত অভিপ্রায়॥
একাকৃতি কন্যা মম আছে সপ্ত জন।
যে চিনিবে তাহারে করিব সমর্পণ॥
না পারিলে কারাগারে রাখিব তাহারে।
অনুমতি হয় যদি আনি সবাকারে॥
এমত শুনিয়ে বাক্য হয়ে হৃষ্ট মতি।
নরেশ কুমার তাহে হইল সম্মতি॥
তদন্তর পুলকিত হয়ে নৃপমণি।
সখীগণে আজ্ঞা দিল আনিতে নন্দিনী॥

শুনি দাসীগণ সব সহাস্য বদনে।
বিবিধ প্রকারে সাজাইল কন্যাগণে॥
পরাইল অঙ্গে নানা বসন ভূষণ।
বিনাইয়ে দিল বেণী অতি সুচিকন॥
বদন মদন ফাঁদ ধন্য ধরাতলে।
কটাক্ষ দৃষ্টেতে মুনিগণ মন টলে॥
একে সে রূপসী তাহে নানা সাজ করি।
চিক মধ্যে চলি যায় গমনেতে করী॥
তনেত কুমার উঠি সবারে হেরিল।
কটাক্ষে সবার মন মোহিত করিল॥
আছিল পূর্ব্বেতে রূপ অন্তরে প্রবল।
দেখিয়ে কুমারে সব হইল শীতল॥
তবে সবে মনে ভাবে পাইব কেমনে।
ততধিক কুমার ভাবিছে মনে মনে॥
কামিনির উপদেশ অন্তরে ভাবিয়া।
সবাকার পানে তবে রহিল চাহিয়া॥
দেখিল সবার বামে কনিষ্ঠা সুন্দরী।
মৃত্তিকা খনন করে পদাঙ্গুলি করি॥
তাহাতে বুঝিল রায় যে যেখানে ছিল।
একে একে সবে চিনি ভূপে যানাইল॥

দেখি নরপতি অতি হইয়া উল্লাস।
আনন্দে নিমগ্ন হয়ে নাহি স্বরে ভাষ॥
ভূপ বলে পূর্ব্ব ভাগ্য আমার আছিল।
সেই হেতু মম কীর্ত্তি মানস পুরিল॥
এতবলি আলিঙ্গন করি কুমারেরে।
বসাইল যত্ন করি সিংহাসন পরে॥
তদন্তরে রাজপুত্রে কহিল রাজন।
বিভা কর যুবরাজ দিন শুভক্ষণ॥
শুনি বাণি অমনি যুড়িয়া কর দয়।
মনে যাহা ছিল তাহা কহে সমুদয়॥
তব কন্যা বিভা অন্যা বন্দি যত জন।
অভিপ্রায় সে সবায় করিব মোচন॥
শুনি কথা মহিপতি পাইল স্বীকার।
দ্বিজ বলে ও মতে অমত আছে কার॥

ছয় সহদরের কারাগার মুক্ত।

পরে শুন অপরূপ, কারাধ্যক্ষ ডাকি ভূপ,
কহিলেন সব বিবরণ।
কুমারের আজ্ঞা মত, আন বন্দিগণ যত,
যথা যোগ্য দেও সবে ধন॥

শুনি বাণি ভৃত্যগণে, আনি বন্দি যত জনে,
কুমার সমীপে সমর্পিল।
নৃপসুত তদন্তর, দিয়া রত্ন বহু তর,
সবাকারে বিদায় করিল ॥
পরে ভ্রাতা ছয় জনে, ভক্তিভাবে হৃষ্ট মনে,
বসাইল করি সমাদর।
ভ্রাতৃগণে জ্যেষ্ঠ ভাবে, নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ ভবে,
শিষ্ট ভাবে তুষিল বিস্তর ॥
সমদত্ত দেখি ভাবে, কুমার যে ভ্রাতৃ সবে,
কি ভাবে এভাব ভাবি তাই।
বুঝে রাজা অনুভাবে, কুমারে জিজ্ঞাসে তবে,
এ ছয় জন কে তব সুধাই ॥
শুনি বাণি ভুপ কয়, যোড় করি করদয়,
সবাকার যতেক বৃত্তান্ত।
যে জন্য ছাড়া ভবন, যেহেতু হইবে পণ,
পুনর্ব্বার মিলন একান্ত ॥
এই মত বাক্য শুনি, আনন্দেতে নৃপমণি,
সবারে করিল আলিঙ্গন।
বহুমত সমাদরে, বসায়ে পালঙ্ক পরে,
একে একে করে সম্ভাষণ ॥

পরে ভূপ মৃদু ভাষে, কহিছে সবার পাশে,
দেহ রোমাঞ্চিত ভাবভরে।
দিয়াছি মন্ত্রণা যত, সে সব হয়ে বিস্মৃত,
মোরে নিজ গুণে ক্ষমা কর॥
শুনি ছয় গুণাকরে, কহিতেছে মৃদুস্বরে,
কি হেতু ভাবহ এ প্রকার।
কর্ম্ম সূত্র আছে যাহা, কে খণ্ডিতে পারে তাহা,
ইথে দোষ কি আছে তোমার॥
এই রূপ বাক্য ছলে, সন্তোষ করি সকলে,
ভূপতি কুমার প্রতি কয়।
ছিল বাঞ্ছা যে যাহার, পূর্ণ তা হল সবার,
এক্ষণে করহ পরিণয়॥
শুনিয়ে এসব বাণী, যুড়িয়ে যুগল পাণি,
মহীপালে কহিছে যতনে।
জ্যেষ্ঠ বিদ্যমান যথা, কেমনে কনিষ্ঠ তথা,
অধিকারী বিরস বদনে॥
অতএব শুন রায়, তব সপ্ত দুহিতায়,
ছয় ভ্রাতা করিব বিবাহ।
ইথে তব অভিপ্রায়, উচিত যে মত হয়,
সেই মতে করহ নির্ব্বাহ॥
এই মত বাক্য শুনি কহিতেছে নরমণি

তোমা সবা অধিকার, আমার এ আধক...
অধিকার কি বলিব আমি ॥
তুমি তব ছয় ভ্রাতা, নাহি মম বিভিন্নতা,
সম তুল্য দেখি সবাকারে।
দ্বিজ কয় অকপটে, এযুক্তি সুযুক্তি বটে,
বিভা কর ছয় দুহিতারে ॥

ছয় সহোদরের বিবাহ।

সভায় বসিয়ে তবে ডাকি সভাজনে।
আজ্ঞা দিল মহীপাল দ্রব্য আহরণে ॥
আজ্ঞা মাত্র প্রস্তুত করিল সমুদয়।
পুরোহিতে ডাকি করে দিনের নির্ণয় ॥
পরে শুভক্ষণ দিনে করি বর বেশ।
রত্ন গৃহে ছয় জনে করয়ে প্রবেশ ॥
পরে ছয় দুহিতারে সপ্ত সিংহাসনে।
বসাইয়ে আনিল সবার বিদ্যমানে ॥
স্ত্রী আচার ব্যবহার ছিল যে প্রকার।
প্রদক্ষিণ করাইল সপ্তে সপ্তবার ॥
কনিষ্ঠে কনিষ্ঠা কন্যা জ্যেষ্ঠে জ্যেষ্ঠা জন।
এই মত হস্তে হস্ত করিল বন্ধন ॥
বাদ্য ভাণ্ড মহাকাণ্ড আনন্দ অপার।
এই মত হয় কত আশ্চর্য্য ব্যাপার ॥

নরেশ আনন্দে মগ্ন মনেতে বিচারি।
বিধিমতে ছয় জনে সঁপিল কুমারী ॥
বিবাহ নির্ব্বাহ দেখি যত রামাগণে।
হুলাহুলি দেয় সবে আনন্দিত মনে ॥
কন্যা পাত্র লয়ে সবে চলিল বাসরে।
বাজিল বাজনা গায় কিন্নর সুস্বরে ॥
মধু স্বরে বাস ঘরে রামাগণে কয়।
রসিকা রসিকে কথা শুভ সমুদয় ॥
সুধাকর দৃষ্টে তুষ্ট যে মত চকর।
কমলের মকরন্দে তুষ্ট মধুকর ॥
সুজনে সুজন তথা হইল মিলন।
বাসর তেজিয়ে তবে যায় রামাগণ ॥
বিরল পাইয়ে তবে যতেক কুমারে।
প্রেম রসে নবরসে তোষে সবাকারে ॥
নানা মতে করে কত কাব্য আলাপন।
ভাবে বুঝ এভাবে ভাবক যেই জন ॥
সন্তপ্ত আছিল বিরহিণী ধনীগণে।
স্নিগ্ধ হল সেই জ্বালা নাগর মিলনে ॥
যামিনী প্রভাতে উঠি ছয় সহদরে।
উপনীত হল সবে ভূপ বরাবরে ॥
আনন্দেতে হয়ে মগ্ন সোমদত্ত রায়।
কৌতুকে জামাতাগণে বসায় সভায় ॥

এইরূপে মহানন্দে নৃপ পুত্রগণে।
মহাসুখে সুখী সবে শ্বশুর ভবনে॥
কিছু দিন পরে সপ্ত নরেশ তনয়।
ভূপের সমীপে গিয়ে সবিনয়ে কয়॥
বহুদিন দেশ ছাড়ি মোরা ছয় জন।
আসিয়াছি বিদেশেতে করিতে ভ্রমণ॥
গৃহে মাতা পিতা বন্ধু আছে বহু জন।
ত্যজিয়ে সবারে করে প্রাণ উচাটন॥
অতএব যদি ভূপ হয় অনুমতি।
চিন্তা দূর করি গিয়ে আপন বসতি॥
আর এক অভিপ্রায় মো সবার মনে।
সঙ্গে করে লয়ে যাব তব কন্যাগণে॥
জামাতাগণের বাক্য শুনিয়ে রাজন।
কহিতে লাগিল হয়ে সজল নয়ন॥
কন্যা দিয়ে পাইয়াছি সপ্তগুণ নিধি।
পুত্রাধিক বাসি আমি সে দিন অবধি॥
পাঠাইয়ে দিব যদি তোমা সবাকারে।
কেমনে রহিব বল এছার সংসারে॥
এরূপে জামাতাগণে কহিয়ে ভূপতি।
পরে পাঠাইতে সবে হইল সম্মতি॥
দিয়ে নানা রতন যৌতুক জামাতায়।
কন্যাগণে নররায় কৌতুকে পাঠায়॥

দাস দাসী সঙ্গে আর দিল ভূপ কত।
মাতঙ্গ তুরঙ্গ গাড়ী পাল্‌কি শত শত ॥
আর সপ্ত জাহাজ দিলেন সপ্তজনে।
পূর্ণিত করিয়ে মণি মুক্তা আদি ধনে ॥
খাদ্য দ্রব্য নানা বিধ আশ্চর্য্য যা ছিল।
ক্রমে ক্রমে জাহাজেতে পূর্ণ করি দিল ॥
তবে কন্যাগণ রাণী নিকটে যাইয়ে।
বিদায় চাহিল পদে প্রণাম করিয়ে ॥
শুনি আহ্লাদেতে রাণী চুম্বিয়ে বদন।
খাদ্য দ্রব্য নানা বিধ করায় ভোজন ॥
তদন্তর প্রণমিয়ে জনক জননী।
স্বামির সহিত চলে লইয়ে সঙ্গিনী ॥
দিন শুভক্ষণে তবে সপ্ত সহদরে।
আরোহণ কৈল গিয়ে জাহাজ উপরে ॥
শুভক্ষণে খুলি দিল হয়ে বেগবান।
ইলাবর্ত্ত দেশ চলে ছাড়ি কত স্থান ॥
দ্বিজ নিজ ভাবে অগ্রে রূপবতী পাশে।
কুমারের সমাচার কহিল বিশেষে ॥

সপ্ত সহোদরে ইলাবর্ত্ত দেশে আগমন।

হেন শুনি রসবতী, পুলকিত হয়ে সতি,
অগ্রে গিয়ে দ্বারে দাঁড়াইল।
হেথা ভটে গুণধাম, তোপ দাগে অবিশ্রাম,
ধনী ধ্বনি শুনিতে পাইল॥
তদন্তরে রসময়, ভ্রাতাগণ প্রতি কয়,
পূর্ব্ব কথা করিয়ে স্মরণ।
যে মতে রাক্ষসে বধি, প্রাপ্ত হল রত্ন নিধি,
বিস্তারিত সে সব কথন॥
অতএব মহাশয়, যদি মোরে আজ্ঞা হয়,
অগ্রে আমি যাই সেই স্থলে।
পরেতে রাখিয়ে তরি, কিঞ্চিৎ বিলম্ব করি,
এস তথা তোমরা সকলে॥
এত বলি রসরাজ, না করিয়ে ক্ষণ ব্যাজ,
কামিনীর নিকটে চলিল।
হেতা ধনী দাঁড়াইয়ে, আছে আশা পথ চেয়ে,
হেন কালে নাগরে দেখিল॥
আনন্দ সাগরে ভাসে, আসিয়ে নাগর পাশে,
কহে কত করি অভিমান।

নাগরের করে ধরে, অনেক বিনয় করে,
আনন্দেতে হয়ে ভাসমান ॥
করি খেদ মৌন মুখে, রসবতী অতি দুখে
অধোমুখে নিরখিয়ে ধরা।
কাঁদে অতি সকাতরে, যমন নয়ন নীরে,
ভাসে ধরাধর জিনি ধারা ॥
কি কহিব মন দুখ, পেলে সুখ দিলে দুঃখ,
দেখে সুখ দুঃখে সুখোদয়।
দুঃখ নিশি অবসান, পাইয়ে তোমারে প্রাণ,
সুখা গত গেল দুঃখোদয় ॥
শুনি কামিনীর কর, ধরিয়ে কহে নাগর,
সুমিষ্ট বাক্যেতে তুষি মন।
রসিকা কামিনী তুমি, অরসিক মত আমি,
দিয়েছি হে অনেক যাতন ॥
অতএব ত্যজি রোষ, ক্ষমহ সকল দোষ,
হইয়ে আমারে কৃপান্বিতা।
শুনিয়ে মধুর বাণী, আনন্দিত হয়ে ধনী,
জিজ্ঞাসিল কুশল বারতা ॥
তদন্তরে রসময়, কহে কথা সমুদয়,
যথা যাহা হইল ঘটন।
ভার্য্যা ভ্রাতা সঙ্গে করি, বাহন করিয়ে তরি,
যে মতে তথায় আগমন ॥

এত শুনি রসবতী, আহ্লাদিত হয়ে মতি,
প্রশংসিয়ে নাগরেরে কয়।
শুনিলাম কর্ম্ম তব, মনুষ্যের অসম্ভব,
সম্ভব তোমাতে সমুদয়॥
এরূপ নাগর সনে, মিষ্টালাপ দুই জনে,
করিতেছে হয়ে হরষিত।
হেন কালে সেই স্থলে, একত্র হয়ে সকলে,
রাজপুত্রগণ উপনীত॥
দেখি তবে রসময়, কামিনীরে সমুদয়,
সবাকার পরিচয় দিল।
শুনি বাণী ব্যবহারে, করে ধনী সে প্রকার,
কুমার সবারে সম্ভাষিল॥
পরে লইয়ে সবারে, নানা বিধ উপহারে,
সকলেরে করান্ আহার।
ভোজনান্তে ভবনেতে, লয়ে অতি সাদরেতে,
সভায় বসায় পুনবার॥
পরে ধনী মৃদু ভাষে, কহিল কুমার পাশে,
আনিতে সঙ্গিনী যারাগণে।
আর যত সমভ্যারে, আন যদি একেবারে,
বড় প্রীত পাই তবে মনে॥
শুনিয়ে ধনীর বাণী, সেই ক্ষণে গুণমণি,
আনিলেন সবারে সংহতি।

দেখি ধনী বিনা ব্যাজে, জায়া সতীনির মাজে
মৃদু লাজে ধীরে ধীরে গতি ॥
সকলের ধরি করে, লয়ে যায় নিজপুরে,
সমাদরে বসায় আসনে।
খাদ্য দ্রব্য আয়োজন, করিয়ে ধনী রন্ধন,
ভোজন করায় সর্ব্বজনে ॥
পরে হয় দিবা গত, নিশা হল সমাগত;
ত্বরিত ত্বরিতে সবে যায়।
সুরসেন নিশা ভাগে, কামিনীর মনো যোগে,
মনোসাধ বাসনা পূরায় ॥
বহু দিন পর যোগে, সুযোগ সুযোগ জোগে,
যোগে যোগে কত কথা হয়।
দেও কত অনুযোগ, হয় যাতে ভঙ্গযোগ,
অঙ্গ যোগে সব দুঃখ ক্ষয় ॥
পরে সুরসেন বলে, রজনী প্রভাত কালে,
বাঞ্ছা তোমা লয়ে যাব দেশ।
এইরূপ দুইজনে, কথা রূপবতী সনে,
দ্বিজ বলে নিশি হল শেষ ॥

সপ্ত সহোদরের স্বদেশ গমন।

প্রভাতে উঠিয়ে তবে নরেশ নন্দন।
নীতি মত কর্ম্ম যত কৈল সমাপন॥
তদন্তরে প্রেয়সীরে বিনয়ে কহিল।
মানস যা ছিল তাহা পূর্ণিত হইল॥
অতএব শুন প্রিয়ে দিন শুভক্ষণ।
মম সঙ্গে চল যদি না লয় তব মন॥
পতি বাণী শুনে ধনী হয়ে সকাতর।
বলে একি অধিনীরে কহ প্রাণেশ্বর॥
যখন এদেহ মম সঁপেছি তোমাতে।
তব সুখে সুখী দুঃখ তোমার দুঃখেতে॥
তাহাতে অবলা কুলবালা আমি নারী।
কেমনে তোমার মত লঙ্ঘিবারে পারি॥
বুঝিয়ে রসিক রাজ কামিনীর মতি।
দূত সবে ডাকি তবে দিল অনুমতি॥
যত রত্ন জহরাত আছে এনগরে।
উত্তোলন কর সব জাহাজ উপরে॥
আজ্ঞা মাত্র দূতগণ নিযুক্ত হইয়ে।
নানা সাজে কামিনীরে দিল সাজাইয়ে॥
মন আঁশে রসবতী ধরিল যে বেশ।
সে ভাব দেখিয়ে কাম হয় প্রাণশেষ॥

পরে শুভক্ষণে রায় কামিনী সংহতি।
আপন জাহাজে গিয়ে উঠে শীঘ্রগতি ॥
তবে যত নারী এসে একত্র হইল।
ধরি করে সমাদরে কাছে বসাইল ॥
তবে নৃপবরগণ যাইতে স্বদেশে।
খুলিল জাহাজ সব মনের হরিষে ॥
পরি তাজ দাঁড়ে বাজ বান্ধি দাঁড়িগণে।
আল্লা আল্লা খোদা তাল্লা ডাকে সর্ব্বজনে ॥
ঢোল ঢাক মহা জাঁক হাঁকে ভৃত্যগণ।
তোপের উপরে তোপ দাগে কত জন ॥
এমতে যাইতে পথে কুমার সবার।
অন্তরেতে উথলিল আনন্দ অপার ॥
এই রূপ রঙ্গ রসে দেশে আগমন।
শুভ সমাচারে তোপ দাগে অগণন ॥
দূত গিয়ে ভূপতিরে সমাচার দিল।
শুনি ভূপতির সুখ সিন্ধু উথলিল ॥
তদন্তর পুত্রগণ মঙ্গল কারণ।
স্থানে স্থানে কৈল নানা মঙ্গলাচরণ ॥
পরে সস্ত্রীকেতে সবে গিয়ে নিকেতনে।
প্রণাম করিল পিতা মাতার চরণে ॥
পুত্রী হেরি রাণীদ্বয় আর মহীপতি
চক্ষে প্রেম ধারা বক্ষ কম্পিত অতি।

ক্রমে ক্রমে সবাকারে বসাইয়ে কোলে।
শত শত চুম্ব দেন বদন কমলে ॥
পরে আদ্য অন্ত যত জিজ্ঞাসে নরেশ।
শুনিলেন সুবিস্তার সমাচার শেষ ॥
ধন্য পুত্র সুরসেন তুমিরে আমার।
চিরকাল কীর্ত্তি যশ ঘোষিবে তোমার ॥
সপ্তম পুত্রের মধ্যে হইয়ে কনিষ্ঠ।
যে কর্ম্ম করেছ বাপু জ্যেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ ॥
ইষ্ট নিষ্ঠা শিষ্ট ধারা গুণী সর্ব্বগুণে।
বলিষ্ঠ রণেতে বিজ্ঞ বশিষ্ঠের স্থানে ॥
তদন্তর সুখে শুকে কুমার লইয়ে।
ভূপতীর সমীপেতে দিল সমর্পিয়ে ॥
পুত্র পরিবার আর সুখ প্রাপ্ত হয়ে।
সুখে কাল হরে নৃপ কালে ফাঁকি দিয়ে ॥
শ্রীদুর্গাচরণ হৃদে করিয়ে ধারণ।
দ্বিজ রামলাল গ্রন্থ করিল বর্ণন ॥
অশ্ব পৃষ্ঠে সুধাকর সমুদ্র দক্ষিণে।
শত নিরূপণ হল বস্থুর মিলনে ॥
দশম রাশিতে ভোগ করে নিশাপতি।
ষষ্ঠ দশ দিবা আর সপ্তমীর তিথি ॥

সম্পূর্ণ।